পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রহইতে উদ্ধৃত।

মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি।

এতচ্চতুষ্টয়াবয়ব বিশিষ্ট হিতোপদেশ।

বিষ্ণুশর্ম্মকর্ত্তৃক সংগৃহীত।

বাঙ্গালা ভাষাতে।

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণাক্রিয়ত।

শ্রীরামপুরে তৃতীয়বার ছাপা হইল।

সন ১৮২১ সাল।

College of Fortwilliam

হিতোপদেশ।

সংগ্রহ ভাষাতে।

পুস্তকারম্ভে বিঘ্নবিনাশের নিমিত্তে প্রথমতঃ প্রার্থনারূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

জাহ্নবীর ফেণরেখার ন্যায় চন্দ্রকলা যাঁহার মস্তকে আছেন সে শিবের অনুগ্রহেতে সাধু লোকেরদিগের সাধ্য কর্ম্ম সিদ্ধ হউক।

শ্রুত যে এই হিতোপদেশ ইনি সংস্কৃত বাক্যেতে পটুতা ও সর্ব্বত্র বাক্যের বৈচিত্র্য ও নীতিবিদ্যা দেন। প্রাজ্ঞ লোক অজর ও অমরের ন্যায় হইয়া বিদ্যা এবং অর্থ চিন্তা করিবেক আর যমকর্ত্তৃক কেশে গৃহীতের মত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবেক। এবং সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই অত্যুত্তম দ্রব্য ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যেহেতুক বিদ্যার সর্ব্বকালে চৌরাদিকর্ত্তৃক অহরণীয়ত্ব ও অমূল্যত্ব ও অক্ষয়ত্ব। আর বিদ্যা যদি নীচ লোকের হয় তবে সেই মনুষ্যকে দুষ্প্রাপ্য রাজাকে পাওয়ান্ যেমন নীচগা নদী মনুষ্যকে দুষ্প্রাপ্য সমুদ্রকে পাওয়ান্ রাজার সঙ্গে মেলন হেতুক বিদ্যা উৎকৃষ্ট ভাগ্য পাওয়ান্। বিদ্যা বিনয় দেন বিনয়েতে পাত্রতা পায় পাত্রতাহইতে ধন পায় ধনহইতে ধর্ম্ম পায় ধর্ম্মহইতে সুখ পায়। শস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যা এই দুই বিদ্যা প্রতিপত্তির নিমিত্তে হন কিন্তু আদ্যা শস্ত্রবিদ্যা বৃদ্ধাবস্থাতে হাস্যের নিমিত্ত হন দ্বিতীয়া শাস্ত্রবিদ্যা সর্ব্ব কালে আদরণীয়া হন

অপর যেহেতুক নূতন পাত্রে সংলগ্ন যে চিহ্ন সে অন্যথা হয় না সেইহেতুক গপ্পের ছলেতে বালকেরদের সম্বন্ধে এ গ্রন্থে নীতি কহা যাইতেছে। মিত্রলাভ ও সুহৃদ্ভেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এত চ্চতুষ্টয়াত্মক নীতিশাস্ত্র পঞ্চতন্ত্রহইতে ও আর২ গ্রন্থহইতে আকর্ষণ করিয়া লিখা যাইতেছে।

ভাগীরথী তীরে পাটলিপুত্র নামে নগর আছে সেখানে সকল রাজগুণে যুক্ত সুদর্শন নাম রাজা ছিলেন সেই ভূপতি এক সময় কাহারও কর্ত্তৃক পঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন তাহার অর্থ এই অনেক সন্দেহের নাশক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপক যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু ইহা যাহার নাই সে অন্ধ। আর যৌবন ও ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চতুষ্টয় প্রত্যেকেও অনর্থের নিমিত্ত হয় যেখানে এ চতুষ্টয় সেখানে কি হয় কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া সে রাজা অজ্ঞাতশাস্ত্র এবং সর্ব্বদা বিপথগামী আপন পুত্ত্রেরদিগের শাস্ত্রবিজ্ঞাপনার্থে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিলেন। যে পুত্ত্র পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক নয় সে পুত্ত্র হওয়াতে কি প্রয়োজন বরং অনর্থ হয় যেমন কাণ চক্ষুতে কিছু প্রয়োজন নাই প্রত্যুত কাণ চক্ষু কেবল পীড়ারি কারণ। এবং অজাত ও মৃত ও মূর্খ ইহার মধ্যে আদ্যদ্বয় ভাল অন্তিম ভাল নয় যেহেতুক আদ্যদ্বয় একবার দুঃখদায়ক হয় অন্তিম পুনঃ পদে২ দুঃখদায়ক হয়। অপর গর্ভস্রাবও ভাল স্ত্রীঅভিগমন না করাও ভাল জন্মিয়া মরাও ভাল কন্যা হওয়াও ভাল ভার্য্যা বন্ধ্যা হওয়াও ভাল গর্ভহইতে ভূমিষ্ঠ না হওয়াও ভাল রূপ ও ধনসমূহবিশিষ্ট মূর্খ পুত্ত্র কিছু নয়। এবং যে পুত্ত্র জন্মিলে বংশ উন্নতি পায় সে জন্মুক নতুবা জন্ম মরণ

ধৰ্ম্মশালি সংসারে কে মরিয়া না জম্মে। অপর গুনিসমূহ গণনারম্ভে সম্ভ্রমেতে খড়ী যাহার না পড়ে সে পুত্রেতে মাতা যদি পুত্রবতী হয় তবে কহ বন্ধ্যা কেমন হয়। এবং দান ও তপস্যা ও শৌর্য্য ও বিদ্যা ও ধনার্জ্জনেতে যাহার মন সচেষ্ট না হয় সে মাতার বিষ্ঠামাত্র। এবং গুণবান্ এক পুত্রও ভাল শতং মূর্খ পুত্রেতে পুয়োজন নাই যেমন এক চন্দ্র অন্ধকার নষ্ট করেন তারাসমূহ কিছু করিতে পারে না। এবং যে কোন পুণ্যতীর্থে অতিদুষ্কর তপস্যা করিয়াছে তাহার পুত্র অবশ্য ধন বান ও ধাৰ্ম্মিক ও পণ্ডিত হয়। সেই পুকার পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। নিত্য অর্থের আগমন ও অরোগিতা এবং প্রিয়া ভার্য্যা ও প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা ও বিনয়ী পুত্র ও অর্থকরী বিদ্যা এই ছয় সংসারে সুখদায়ক হয়। আর গোলাগৃহের পূরণার্থ যে আড়ি তণ্ডুল্য অনেক পুত্রেতে কে ধন্য হয় কিন্তু কুলাচারাবলম্বী এক পুত্রও ভাল যাহাতে পিতা খ্যাত হন। অতএব এখন এই আমার পুত্রেরা গুণবন্ত করা যাউন। যেহেতুক আহার ও নিদ্রা ও ভয় ও মৈথুন এই সকল ব্যবহার পশুরদের যাদৃশ মনুষ্যেরদেরও তাদৃশ কিন্তু পশুরদেরহইতে মানুষেরদের অধিক ধৰ্ম্ম এই বিশেষ অতএব ধৰ্ম্মেতে হীন মনুষ্যেরা পশুরদের সমান। যেহেতুক ধৰ্ম্ম ও অর্থ ও কাম ও মোক্ষ ইহার মধ্যে একও যাহার নাই তাহার জন্ম অজার গলস্থ স্তনের ন্যায় নিরর্থক। অপরও কহা যাইতেছে আয়ু আর কৰ্ম্ম আর ধন আর বিদ্যা আর মরণ এই পাঁচ গর্ভস্থাবস্থাতে জীবের সৃষ্টি হয় আর অবশ্যভাবি পদার্থ সকল মহতেরও হয় ইহার দৃষ্টান্ত নীলকণ্ঠের নগ্নত্ব এবং হরির মহাসর্পশয্যা।

এবং যে হইবার উপযুক্ত নয় সে হইবে না যে হইবার উপযুক্ত তাহার অন্যথা হইবে না এতাদৃশ চিন্তারূপ বিষনাশক ঔষধি কি লোককর্তৃক পীত হয় না অর্থাৎ অবশ্য হয়। এ কার্য্যাক্ষম কোন লোকেরদিগের আলস্যবচন যেহেতুক যেমন এক চক্রেতে রথের গতি হয় না এমন পুরুষকার ব্যতিরেকে দৈব সিদ্ধ হয় না, পূর্ব্বজন্মকৃত যে কর্ম্ম তাহার নাম দৈব কহা যায় সেইহেতুক নিরালস্য হইয়া পুরুষকারেতে যত্ন করিবেক। আর লক্ষ্মী উদ্যোগি পুরুষসিংহকে পান অদৃষ্টপ্রযুক্ত হয় ইহা কাপুরুষেরা কহে অতএব অদৃষ্টকে অনাদর করিয়া আপন শক্ত্যানুসারে পুরুষার্থ করহ যত্ন করিলে যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয় তবে কি দোষ। যেমন কুলাল ঘট শরাবাদি যা যা ইচ্ছা করে তাহাই এক মৃৎপিণ্ডহইতে করে এবং মনুষ্য আপন কৃতকর্ম্ম হইতে নানা ফল পায়। অপর সম্মুখেতে কাকতালীয়ের ন্যায় অকস্মাৎ প্রাপ্ত নিধিকে দেখিয়াও দৈব আপনি আনিয়া দেন না কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষা করে যেহেতুক উদ্যোগেতে কার্য্য সকল সিদ্ধ হয় মনোরথমাত্রেতেই হয় না কেননা সুপ্ত সিংহের মুখেতে মৃগেরা প্রবেশ করে না। পণ্ডিতেরদের কর্তৃক সেই প্রকার উক্ত হইয়াছে যে পিতা ও মাতা কর্তৃক বালক পাঠিত হয় নাই সে পিতা ও মাতা শত্রু ঐ বালক সভামধ্যে শোভা পায় না যেমন হংসের মধ্যে বক। রূপ ও যৌবনেতে সম্পন্ন এবং মহাকুলসম্ভব যে সকল তাহারাও বিদ্যাহীন হইলে শোভা পায় না যেমন গন্ধহীন পলাশ পুষ্প। অপর যে ব্যক্তি গুরুনিকটে অধ্যয়ন করে নাই ও আপনিও পুস্তক অধ্যয়ন করে নাই সে সভামধ্যে শোভা পায় না, স্ত্রীর উপপতি

হইতে হয় যে গর্ভ সে যেমন। ইহা চিন্তা করিয়া সেই রাজা পণ্ডিত সভা করাইলেন অনন্তর রাজা কহিলেন ভো ভো পণ্ডিতেরা আমার কথা শ্রবণ করুন। আছে কেহ এমন পণ্ডিত যে নিত্য বিপথগামি অবিদিতশাস্ত্র আমার পুত্রেরদের এখন নীতিশাস্ত্রোপদেশদ্বারা পুনর্জন্ম করাইতে সমর্থ হয়। যেহেতুক কাঞ্চন সংসর্গেতে কাঁচ যেমন মরকতের দ্যুতি ধারণ করে তেমন পণ্ডিতসন্নিধানেতে মূর্খও প্রবীণত্ব পায়। পণ্ডিতেরদের কর্তৃক সে প্রকার উক্ত হইয়াছে। হীন লোকেরদের সহিত বাসেতে মতি হীনা হয় এবং স্বসমান লোকেরদের সহিত বাসেতে মতি সমতাকে পায় এবং উত্তম লোকেরদের সহিত বাসেতে মতি উত্তমতাকে পায়। ইহার মধ্যে বৃহস্পতিতুল্য সকল নীতিশাস্ত্রের যথার্থজ্ঞাতা বিষ্ণুশর্ম্মা নামে পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ সৎকুলোদ্ভব এই রাজপুত্রেরা এইহেতুক আমাহইতে নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করিতে শক্ত হইবেন যেহেতুক কোন ক্রিয়া অস্থানে পতিতা হইলে ফলবতী হয় না যেমন নানা প্রকার যত্নেতে শুকপক্ষির ন্যায় বক পাঠিত হয় না। আর এ গোত্রে নির্গুণ সন্তান জন্মে না যেহেতুক পদ্মরাগ মণির আকরেতে কাঁচ মণির জন্ম কোথায় এইহেতুক আমি ছয় মাসের মধ্যে তোমার পুত্রেরদিগকে নীতিশাস্ত্রজ্ঞ করিব। রাজা পুনর্ব্বার বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন পুষ্প সহবাসেতে কীটও সল্লোকের মস্তকে আরোহণ করে এবং সল্লোকেরদের কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত প্রস্তরও দেবত্ব পায়। আর যেমন উদয়াচলস্থ দ্রব্য সূর্য্যসন্নিধানে দীপ্তি পায় তেমনি সৎসন্নিধানেতে হীনবর্ণও দীপ্তি পায় সেইহেতুক এই আমার পুত্রেরদিগকে নীতিশাস্ত্রোপদেশের নিমিত্তে তোমরাই

প্রমাণ হইয়াছে। ইহা কহিয়া সেই বিষ্ণুশর্ম্মার বহু সম্মানপূর্ব্বক পুত্রেরদিগকে সমর্পণ করিলেন।

অনন্তর প্রাসাদের উপর সুখেতে উপবিষ্ট রাজপুত্রেরদিগের সম্মুখে প্রস্তাবক্রমেতে সেই পণ্ডিত কহিলেন। কাব্য শাস্ত্রের আমোদেতে পণ্ডিতেরদের কালযাপন হয় ব্যসন ও নিদ্রা ও কল হেতে মূর্খেরদের পুনঃ কালযাপন হয়। সেইহেতুক তোমার দের আমোদের নিমিত্ত বিচিত্র কাক কূর্ম্মাদির কথা কহি। রাজ পুত্রেরা কহিলেন কহ। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতেছেন শুন।

রাজপুত্রেরা সম্প্রতি মিত্রলাভ প্রস্তাব করি যাহার আদিতে এই শ্লোক কাক ও কূর্ম্ম ও মৃগ ও মুষিক ইহারা উপায়রহিত অথচ ধনহীন হইয়াও বুদ্ধিমত্তা ও সুহৃত্তমতাপ্রযুক্ত শীঘ্র কার্য্য সাধন করে। রাজপুত্রেরা কহিলেন এ কি প্রকার। বিষ্ণুশর্ম্মা কহি লেন।

গোদাবরীর তীরে এক বড় শাল্মলী বৃক্ষ থাকে নানা দিগ্দেশ হইতে আসিয়া পক্ষিরা ঐ বৃক্ষে রাত্রিকালে বাস করে। অন ন্তর কোন দিন রাত্রি অবসন্না হইলে কুমুদিনীনায়ক অথচ ভগ বান্ চন্দ্র অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে অর্থাৎ অস্ত গেলে পর লঘু পতন নামে কাক জাগ্রৎ হইয়া দ্বিতীয় যমের ন্যায় ভ্রমণ করি তেছে যে ব্যাধ তাহাকে দেখিল এবং তাহাকে অবলোকন করি য়া চিন্তা করিল অদ্য প্রাতঃকালেই অমঙ্গল দর্শন হইল না জানি কি অমঙ্গল দেখাইবে। ইহা কহিয়া ব্যাধের পশ্চাৎ গমন ক্রমেতে ব্যাকুল হইয়া চলিল। যেহেতুক শোকস্থান সহস্রং এবং ভয় স্থান শতং ইহারা প্রত্যহ মূঢ় লোককে অভিভব করে পণ্ডিতকে নয়। আর বিষয়িরদের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য উপস্থিত যে

মহাভয় তাহা উঠিয়াং বুঝিবে কেননা মরণ ও ব্যাধি ও শোক ইহার মধ্যে না জানি কি অদ্য পড়িবে। অনন্তর সেই ব্যাধ তণ্ডুল কণা ছড়াইয়া এবং জাল বিস্তীর্ণ করিয়া আপনি লুক্কায়িত হইয়া থাকিল। এই কালে সপরিবারে চিত্রগ্রীব নামে কপোতরাজ আকাশে চরত সেই তণ্ডুলকণা অবলোকন করিল। অনন্তর কপোতরাজ তণ্ডুলকণালোভি কপোতেরদিগের প্রতি কহিল কি রূপে এ নির্জন বনে তণ্ডুলকণার সম্ভব তাহা নিরূপণ কর এ ভাল দেখি না এই তণ্ডুলকণার লোভেতে আমরাও প্রায় তেমনি হইব যেমন কঙ্কণলোভেতে দুস্তর পঙ্কেতে মগ্ন যে পথিক সে বৃদ্ধ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়া মরিয়াছে। কপোতেরা কহিল এ কি প্রকার।

কপোতরাজ কহিল আমি এক সময় দক্ষিণারণ্যে চরত দেখিলাম এক সরোবরের তীরে এক বৃদ্ধ ব্যাঘ্র স্নাত ও কুশহস্ত হইয়া কহিতেছে ভোঃ পথিক এই সুবর্ণকঙ্কণ গ্রহণ কর। পরে লোভী কোন পথিক পরামর্শ করিল ভাগ্যক্রমে এতাদৃশ লাভ হয় কিন্তু প্রাণের সন্দেহ এ বিষয়েতে প্রবৃত্তি কর্ত্তব্য নয় যে হেতুক অনিষ্টহইতে ইষ্টলাভেতেও মঙ্গল হয় না যেমন যা হাতে বিষের সংসর্গ আছে সে অমৃতও মরণের নিমিত্ত হয় কিন্তু সর্ব্বত্র ধনোপার্জনে প্রবৃত্তি সন্দেহেতেই হয়। পণ্ডিতেরদের কর্ত্তৃক সে প্রকার কথিত হইয়াছে সংশয়কে আরোহণ না করিয়া মনুষ্য মঙ্গল দেখে না কিন্তু সংশয়কে আরোহণ করিয়া যদি বাঁচে তবে মঙ্গল দেখে অতএব তাহা নিরূপণ করি। পথিক প্রকাশ করিয়া কহিতেছে তোমার কঙ্কণ কোথায়

ব্যাঘ্র হস্ত বিস্তার করিয়া দেখাইতেছে। অনন্তর পথিক কহিলেন তুমি হিংসুক তোমাতে কি প্রকার বিশ্বাস হয়। ব্যাঘ্র কহিল শুন রে পথিক পূর্ব্বকালে যৌবন দশাতে আমি অতিদুর্বৃত্ত ছিলাম অনেক গো ও মনুষ্যেরদিগের বধ করাতে আমার পুত্রেরা ও দারারা মরিয়াছে অতএব বংশহীন হইয়াছি অনন্তর কোন ধার্ম্মিক আমাকে কহিয়াছেন যে তুমি দান ও ধর্ম্মাদি আচরণ করহ সেই উপদেশপ্রযুক্ত এখন আমি স্নানশীল ও দাতা ও বৃদ্ধ ও গলিতনখদন্ত হইয়াছি ইহাতে কেন বিশ্বাস স্থান না হই। যেহেতুক যজ্ঞ ও দান ও অধ্যয়ন ও তপস্যা ও সত্য ও ধৃতি ও ক্ষমা ও অলোভ এই আট প্রকার ধর্ম্মের পথ তাহার মধ্যে পূর্ব্ব চতুষ্টয় দম্ভের নিমিত্তও সেবা করে উত্তর চতুষ্টয় মহাত্মাতেই থাকে। আমার এমনি লোভবিরহ হইয়াছে যে আপন হস্তগত সুবর্ণকঙ্কণ কোন লোককে দিতে ইচ্ছা করিতেছি। তথাপি ব্যাঘ্র মনুষ্যকে খায় এই অপবাদ লোকে আছে তাহা নিবারণ করা যায় না যেহেতুক ধারাবাহিক লোকেরা উপদেশিনী কুট্টিনীকে ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ করে না যেমন গোঘ্ন ব্রাহ্মণকে প্রমাণ করে না। আমাকর্ত্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্র পঠিত হইয়াছে শুন যেমন আপনার প্রাণ ইষ্ট তেমন সকল জীবের প্রাণও ইষ্ট হয় অতএব সাধু লোকেরা আত্মবৎ সকল জীবকে দয়া করেন। অপর নিষেধ করাতে অর্থাৎ যাচকের যে অপ্রিয় দুঃখ এবং দান দেওয়াতে যে প্রিয় সুখ তাহা সৎপুরুষেরা আত্মদৃষ্টান্তেতে প্রমাণ জানেন। এবং যে লোক পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় ও পরের দ্রব্য লোষ্ট্রের তুল্য ও সকল জীবকে আপনার ন্যায় দেখে সেই পণ্ডিত। তুমি অতিদরিদ্র সেইহেতুক তোমাকে দিতে আমি

সচেষ্ট হইয়াছি। সেই প্রকার পণ্ডিতেরদের কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যে হে যুধিষ্ঠির দরিদ্র লোককে প্রতিপালন কর ধনিকে ধন দিও না যেমন রোগির ঔষধ পথ্য অরোগির ঔষধে কি প্রয়োজন। অপর দেওয়া উপযুক্ত ইহা মনে করিয়া কাশ্যাদি তীর্থে গ্রহণাদিকালে অগ্নিহোত্রাদি পাত্রে অনুপকারিকে যে দান করে সেই দানকে সাত্ত্বিক করিয়া পণ্ডিতেরা জানেন অতএব এই সরোবরে স্নান করিয়া সুবর্ণ কঙ্কণ গ্রহণ করহ। অনন্তর যখন পথিক তাহার বাক্যেতে প্রত্যয় করিয়া লোভেতে স্নান করিবার নিমিত্তে সরোবরে প্রবিষ্ট হইল তখন মহাপঙ্কে মগ্ন হইয়া পলাইতে অসমর্থ হইল। পঙ্কে পতিত পথিককে দেখিয়া ব্যাঘ্র কহিল হায় হায় বৃহৎ পঙ্কে পতিত হইয়াছ অতএব তোমাকে আমি উঠাই ইহা কহিয়া অল্পেং নিকটে গিয়া সেই ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া চিন্তা করিল দুরাত্মার ধর্ম্মশাস্ত্রের পাঠ ও বেদের অধ্যয়ন ধর্ম্মিষ্ঠতা হওনের কারণ নহে কিন্তু গরুর দুগ্ধ স্বভাবেতেই যেমন মধুর হয় তেমনি স্বভাব অতিরিক্ত হয় এবং মন ও ইন্দ্রিয় অবশ যাহারদিগের তাহারদিগের ক্রিয়া হস্তির স্নানের ন্যায় আর দুর্ভগা স্ত্রীর অলঙ্কারের ন্যায় ধর্ম্মানুষ্ঠানব্যতিরেকে জ্ঞান ভার মাত্র। অতএব আমি ভাল করি নাই যেহেতুক মারাত্মক ব্যাঘ্রে বিশ্বাস করিয়াছি। সেইরূপ পণ্ডিতেরদিগের কর্ত্তৃক কথিত আছে নদী ও শস্ত্রধারী ও নখী ও শৃঙ্গী ও স্ত্রী ও রাজকুল এ সকলে বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে। অপর সকলেরি স্বভাব পরীক্ষা অবশ্য করিবেক অন্য গুণ পরীক্ষা করিবেক না যেহেতুক সকল গুণকে অতিক্রমণ করিয়া স্বভাব মস্তকে থাকে. আর আকাশবিহারী পাপনাশকারী সহস্ররশ্মিধারী জ্যোতির্ম্মধ্যচারী চন্দ্রও

দৈবযোগেতে রাহুকর্ত্তৃক গ্রস্ত হন অতএব কপালে যে লিখিত আছে তাহা খণ্ডিতে কে শক্ত হয়। এই প্রকার চিন্তা করত ঐ পথিক ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক মৃতও ভক্ষিত হইল। অতএব আমি কহি কঙ্কণের লোভেতে ইত্যাদি। এই নিমিত্ত সর্ব্ব প্রকারে অবিচারিত কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়। যেহেতুক বিলক্ষণ জীর্ণ অন্ন ও উত্তম পণ্ডিত পুত্র ও অতিশয় বশীভূতা স্ত্রী ও সুসেবিত রাজা ও বিলক্ষণ বিচার করিয়া করা ইহারা বহুকালেতেও বিকার পায় না। এ কথা শুনিয়া কোন কপোত দর্প করিয়া কহিল আঃ এ কি কহিতেছ। আপৎকাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ লোকের বাক্য গ্রাহ্য হয় আর অন্যত্রও বিচারক্রমে গ্রাহ্য হয় কিন্তু ভোজন বিষয়ে গ্রাহ্য নয়। যেহেতুক পৃথিবীমণ্ডলে সকল অন্ন ও জলাদি আশঙ্কাকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত তাহাতে কোথা প্রবৃত্তি কর্ত্তব্যা কি প্রকারে বা জীবন ধারণ কর্ত্তব্য। সেই প্রকার পণ্ডিতেরদিগেরকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে ঈর্ষাবিশিষ্ট ও ঘৃণাযুক্ত ও অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ ও সর্ব্বদা সশঙ্ক আর পরভাগ্যোপজীবী এই ছয়জন দুঃখভাগী হয়। ইহা শুনিয়া সকল কপোত সে স্থানে উপবিষ্ট হইল যেহেতুক পণ্ডিতেরা মহাশাস্ত্র জানিয়াও আর সংশয়ের ছেদনকর্ত্তা হইয়াও লোভে মুগ্ধ হইয়া ক্লেশ পান। লোভহইতে ক্রোধ হয় লোভহইতে কাম জন্মে লোভহইতে মোহ ও নাশ হয় লোভ পাপের কারণ। পরে সকলেই জালেতে বদ্ধ হইল অনন্তর যাহার বাক্যেতে সে স্থান অবলম্বন করিয়াছিল তাহাকে সকলে তিরস্কার করিতে লাগিল। যেহেতুক গণের অগ্রে যাইবে না কেননা কার্য্য সিদ্ধ হইলে সকলেরি সমান ফল যদি কার্য্য বিঘ্ন হয় তবে প্রধান ব্যক্তি দোষভাগী হয়। সেই প্রকার কথিত

আছে ইন্দ্রিয় সকলের যে দমন না করা সেই বিপত্তির পথ
আর তাহারদিগের যে দমন করা সে সম্পত্তির পথ যে পথেতে
ইচ্ছা সেই পথেতে যাও। তাহার অপমান শুনিয়া চিত্রগ্রীব
কহিল ইহার এ দোষ নয় যেহেতুক হিতও পতনশীল আপ
দের কারণতাকে পায় যেমন মাতার জঙ্ঘা বৎসের বন্ধনের নি
মিত্তে স্তম্ভ হয়। আর বিপদাগ্রস্ত লোকের আপৎ উদ্ধার করিতে
যে যোগ্য সেই বন্ধু ভীত ব্যক্তির পরিত্রাণের নিমিত্তে ধনগ্রহণে
পণ্ডিত যে সে বন্ধু নয়। বিপৎকালে বিস্ময়াপন্ন হওয়া কাপু
রুষের লক্ষণ সেইহেতুক এ সময় ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া উপায়
চিন্তা করহ। যেহেতুক বিপৎকালে ধৈর্য্য আর বৃদ্ধিকালে ক্ষমা
সভাতে বাক্যের পটুতা যুদ্ধে পরাক্রম আর যশেতে অভিরুচি
শাস্ত্রশ্রবণে আসক্তি এই সকল উত্তম লোকেরদিগের স্বভাবসিদ্ধ
হয়। যাহার সম্পৎকালে আহ্লাদ হয় না বিপৎকালে বিষাদ হয়
না যুদ্ধেতে পাণ্ডিত্য হয় এমন ত্রিভুবন শ্রেষ্ঠ পুত্রকে যে জননী
জন্মান সে দুর্লভ। আর ঐশ্বর্য্যেচ্ছু পুরুষ নিদ্রা তন্দ্রা ভয় ক্রোধ
আলস্য অল্পকালসাধ্য ক্রিয়া বহুকালে করা এই ছয় দোষ ত্যাগ
করিবেক। এখনও ইহা কর সকলে একচিত্ত হইয়া জাল লইয়া
উড়। যেহেতুক তুচ্ছ বস্তুর যে সমূহ সেও কার্য্যসাধন হয়
যেমন রজ্জুত্ব পাইলে তৃণসমূহকর্তৃক মত্ত হস্তী বদ্ধ হয়। সজা
তীয় তুচ্ছ বস্তুরও সমূহ পুরুষের মঙ্গলদায়ক হয় ইহার সাক্ষী
দেখ তণ্ডুল তুষেতে বিহীন হইলে অঙ্কুর হয় না। ইহা চিন্তা
করিয়া সকল পক্ষিরা জাল লইয়া উপরে উড়িল। অনন্তর সে
ব্যাধ অতিদূরহইতে জালের অপহারক কপোতেরদিগকে দেখি
য়া পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া ভাবনা করিল যে এ কপোতেরা স

কলে একত্র হইয়া আমার জাল হরণ করিয়াছে কিন্তু যখন পৃথিবীতে পড়িবে তখন আমার বশীভূত হইবে। তৎপর সেই পক্ষিরা ব্যাধের চক্ষুর দৃষ্টি অতিক্রমণে করিলে সেই ব্যাধ নিবৃত্ত হইল। তাহারপর ব্যাধকে নিবৃত্ত দেখিয়া কপোতেরা কহিল এখন কি করিতে উচিত হয়। চিত্রগ্রীব কহিল মাতা ও পিতা ও মিত্র ইহারা তিন জন,স্বভাবেতে হিতকারী আর অন্যলোকও কার্য্য কারণপ্রযুক্ত হিতকারী হয় অতএব আমারদিগের মিত্র হিরণ্যক নামে মূষিকেরদিগের রাজা চিত্রবনে গণ্ডকীতীরে বাস করে সে আমারদিগের পাশ কাটিবেক ইহা বিবেচনা করিয়া সকলে হিরণ্যকের গর্ত্তের নিকটে গেল। হিরণ্যক সর্ব্বদা উপদ্রব শঙ্কাতে শতদ্বার গর্ত্ত করিয়া বসতি করে। অনন্তর হিরণ্যক কপোতেরদের পতন শব্দের ভয়েতে ভীত হইয়া চুপ করিয়া থাকিল। পরে চিত্রগ্রীব বলিল হে মিত্র হিরণ্যক কেন আমারদিগকে সম্ভাষা কর না। অনন্তর হিরণ্যক মিত্রের বাক্য বুঝিয়া শীঘ্র বাহির হইয়া বলিল আঃ কি পুণ্যবান্ আমি আমার পরমসুহৃৎ চিত্রগ্রীব আসিয়াছেন কেননা মিত্রের সহিত যাহার সম্ভাষা মিত্রের সহিত যাহার বাস ও মিত্রের সহিত যাহার পরস্পর কথোপকথন তাহাহইতে পৃথিবীতে পুণ্যবান্ আর নাই। তাহার পর কপোতেরদিগকে জালে বদ্ধ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া কহিল সখে এ কি। চিত্রগ্রীব কহিল হে মিত্র আমারদের পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের ফল এই যাহাহইতে যৎকরণক যে প্রকারে যে কালে যে স্থানে যত শুভ কিম্বা অশুভ আত্মকৃত কর্ম্ম সে সকল কর্ম্ম তাহাহইতে তৎকরণক সেই প্রকারে সেই কালে সেই স্থানে ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত জীবকে পায়। নিজকৃত অপরাধ বৃক্ষস্বরূপ দে

হির রোগ শোক পরীতাপ বন্ধন ব্যসন ইহারা ফল। উন্দুর চিত্রগ্রীবের বন্ধন ছেদন করিতে শীঘ্র সমীপে যাইতেছে চিত্রগ্রীব তাহা দেখিয়া কহিল হে মিত্র এমন করিও না কিন্তু আমার আশ্রিত এই কপোতেরদের পাশ ছেদন কর তখন আমার জাল পশ্চাৎ ছেদন করিবা। হিরণ্যক কহিল আমি অল্পবলী আর আমার দন্তও কোমল এই কারণ ইহারদের বন্ধন ছেদন করিতে কি রূপে শক্ত হইব। তবে আমার দন্ত যতক্ষণ না ভাঙ্গে ততক্ষণ তোমার পাশ ছেদন করি পশ্চাৎ ইহারদেরও বন্ধন যত পারিব ছেদন করিব। চিত্রগ্রীব কহিল এই হউক তথাপি যেমন সামর্থ্য ইহারদিগের বন্ধন কাট। হিরণ্যক কহিল যে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আশ্রিত লোকের যে রক্ষা করা সে নীতিজ্ঞ লোকেরদের সম্মত নহে যেহেতুক বিপত্তরণের নিমিত্তে ধনরক্ষা করিবেক আর ধনদ্বারা স্ত্রীকে রক্ষা করিবেক আর আপনাকে সর্ব্বদা স্ত্রীদ্বারা এবং ধনদ্বারাও রক্ষা করিবেক। অপর ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের সংস্থিতির কারণ যে প্রাণ সেই প্রাণকে যে জন নষ্ট করে তৎকর্ত্তৃক কি নষ্ট না হয় আর প্রাণকে যে রক্ষা করে তৎকর্ত্তৃক কি রক্ষিত না হয়। চিত্রগ্রীব বলিল হে মিত্র নীতিশাস্ত্র এইরূপই বটে কিন্তু আমি আমার আশ্রিত লোকেরদিগের দুঃখ কোন প্রকারে সহিতে পারি না সেই নিমিত্তে ইহা বলি। যেহেতুক ধন ও প্রাণ পরের নিমিত্তে পণ্ডিত লোকেরা ত্যাগ করে কেননা বস্তুমাত্রের বিনাশ অবশ্য হয় অতএব সাধু লোকের কারণ প্রাণাদির ত্যাগ ভাল। আর এই অসাধারণ কারণ আমার সহিত ইহারদিগের জাতি ও দ্রব্য ও বলের তুল্যতা তবে আমার প্রভুত্বের ফল কখন কি হইবে তাহা বল।

অপর ইহারা বর্ত্তন ব্যতিরেকেও আমার নিকট ত্যাগ করে না সেইহেতুক আমার প্রাণের বিনাশ হইলেও আমার আশ্রিত ইহারদিগকে বাঁচাও। আর হে আমার মিত্র মাংস ও মূত্র ও বিষ্ঠা ও অস্থিতে নির্ম্মিত বিনাশশীল শরীরে আস্থা পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তি রক্ষা কর। এবং দেখ অনিত্য ও মলবাহি শরীর কর্ত্তৃক নিত্য অথচ নির্ম্মল যশ যদি লব্ধ হয় তবে কি না লব্ধ হয়। যেহেতুক শরীরের ও গুনের যে দূর সে অত্যান্ত অন্তর কেননা শরীর অল্পকালস্থায়ী গুন বহুকালস্থায়ী। ইহা শুনিয়া হিরণ্যক হৃষ্টচিত্ত এবং পুলকিত হইয়া বলিল সাধু মিত্র সাধু এই আশ্রিত বাৎসল্যেতে ত্রিলোকের প্রভুত্ব তোমাতে উপযুক্ত হয়। ইহা কহিয়া সেই হিরণ্যককর্ত্তৃক সকল কপোতের বন্ধন ছিন্ন হইল। অনন্তর হিরণ্যক সকল কপোতকে সম্মান করিয়া কহিল হে সখে চিত্রগ্রীব এই জালে বন্ধন হওয়াতে দোষাশঙ্কা করিয়া আপনাতে অবজ্ঞা কর্ত্তব্য নহে যেহেতুক যে পক্ষী শত যোজনহইতে অধিকেতে আহার দেখে সেই পক্ষী মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে পাশবন্ধন দেখে না। আর চন্দ্র ও সূর্য্যের রাহু পীড়া ও হস্তি ও সর্পের বন্ধন ও বুদ্ধিমানের দারিদ্র্য দেখিয়া এই আমার বিবেচনা যে বিধাতাই বলবান্ এবং আকাশবিহারীও পক্ষিরা বিপৎ পায় আর বুদ্ধিমান্ লোককর্ত্তৃক অতলস্পর্শ জল যে সমুদ্র তাহা হইতেও মৎস্য ধৃত হয় ইহাতে দুর্ণীত কি আছে সুচরিত কি স্থান লাভে কি গুণ যেহেতুক ব্যসনরূপ বিস্তারিত হস্ত যে কাল তিনি দূরহইতেও গ্রহণ করেন। এই প্রকারে প্রবোধ করিয়া আতিথ্য করিয়া আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিল চিত্রগ্রীবও সপরিবারে আপন অভিলষিত দেশে গেল। শতং যে কোন মিত্র

কর্ত্তব্য দেখ উন্দুর মিত্রেতে, কপোতেরা বন্ধনহইতে মুক্ত হইল। হিরণ্যকও আপন বিবরে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর লঘুপতন নামে কাক সকল বৃত্তান্ত দেখিয়া ইহা বলিল কি আশ্চর্য্য হে হিরণ্যক তুমি শ্লাঘ্য। অতএব আমিও তোমার সহিত মিত্রতা ইচ্ছা করি এই নিমিত্তে আমাকে মিত্রতাতে অনুগ্রহ করিতে যোগ্য হও। ইহা শুনিয়া হিরণ্যকও গর্ত্তের মধ্যে থাকিয়া কহিল কে তুমি সে বলিল আমি লঘুপতন নামে কাক হিরণ্যক হাসিয়া বলিল তোমার সহিত মিত্রতা কি যেহেতুক লোকেতে যে যাহার সহিত উপযুক্ত হয় পণ্ডিত লোক তাহাকে তাহার সহিত মিলন করাইবেক আমি ভোক্তা তুমি ভোক্তা ইহাতে কি প্রকারে প্রীতি হইবে আর যেহেতুক ভক্ষ্য ও ভক্ষকের যে প্রণয় সে বিপত্তির কারণ কেননা শৃগাল হইতে পাশেতে বদ্ধ মৃগ কাককর্ত্তৃক রক্ষিত হইল। কাক কহিল এ কি প্রকার। হিরণ্যক কহিতেছেন।

মগধদেশে চম্পকাবতী নামে এক বন থাকে তাহাতে হরিণ ও কাক দুই জন বহুকাল বড় স্নেহেতে বাস করে সেই হরিণ আপন ইচ্ছাতে ভ্রমণ করত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া কোন শৃগাল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইল। তাহাকে দেখিয়া শৃগাল চিন্তা করিল আঃ কি প্রকারে এই উত্তম ললিত মাংস খাইব যা হউক বিশ্বাস জন্মাই। এই পরামর্শ করিয়া সমীপে গিয়া বলিল হে মিত্র তোমার মঙ্গল। মৃগকর্ত্তৃক কথিত হইল কে তুমি শৃগাল কহিতেছে ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামে শৃগাল আমি এই বনেতে মৃত শরীরের ন্যায় বান্ধবহীন হইয়া বাস করি সম্প্রতি তোমাকে মিত্র পাইয়া পুন

মাঁর সবান্ধব হইয়া সজীব হইলাম এখন আমি সর্ব্বদা তোমার অনুচর হইব শৃগাল মৃগাকর্ত্তৃক কথিত হইল এই হউক। অনন্তর ভগবান মরীচিমালী সূর্য্য পশ্চিমে অস্ত গেল পরে মৃগের বাস স্থানে সেই মৃগ ও শৃগাল গেল সেখানে চম্পক বৃক্ষের ডালেতে মৃগের চিরকালের মিত্র সুবুদ্ধি নামা কাক বাস করে হরিণ আর জম্বুককে দেখিয়া কাক বলিল মিত্র দ্বিতীয় এ কে হরিণ কহিতেছে ইনি জম্বুক আমার সহিত মিত্রতা করিতে বাঞ্ছা করিয়া আসিয়াছেন কাক বলিতেছে সখে অকস্মাৎ আগন্তুকের সহিত মিত্রতা উচিতা নয় এই বিজ্ঞকর্ত্তৃক কথিত আছে যাহার কুল ও স্বভাব জ্ঞাত নহে তাঁহাকে বাসস্থান দেওয়া উপযুক্ত নহে। যেহেতুক বিড়ালের দোষেতে জরদ্গব নামে গৃধ্র নষ্ট হইল। মৃগ আর শৃগাল কহিল এ কি প্রকার। কাক কহিতেছেন।

৭ গঙ্গাতীরে গৃধ্রকূট নাম পর্ব্বতে বৃহৎ এক পর্কটী বৃক্ষ থাকে তাহার কোটরে দৈব বিপাকে নখ ও চঞ্চুতে রহিত জরদ্গব নামে এক গৃধ্র বসতি করে। অনন্তর তাহার জীবনের নিমিত্তে সেই বৃক্ষবাসি পক্ষিরা কৃপা করিয়া আপনং আহারহইতে কিঞ্চিৎং উদ্ধার করিয়া দেয় তাহাতে ঐ জরদ্গব বাঁচে। পরে কোন দিন দীর্ঘকর্ণ নামে এক মার্জ্জার পক্ষিবালকেরদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্তে সেখানে আইল। তাহার পর সেই বিড়ালকে আসিতে দেখিয়া পক্ষিবালকেরা ভয়ার্ত্ত হইয়া কোলাহল করিল তাহা শুনিয়া জরদ্গবকর্ত্তৃক বিড়াল উক্ত হইল এ কে আইসে। দীর্ঘকর্ণ গৃধ্রকে দেখিয়া সভয় হইয়া খেদেতে কহিল আমি নষ্ট হইলাম যেহেতুক ভয় যাবৎ না আইসে তাবৎপর্য্যন্ত ভয়কে

জয় করা উপযুক্ত ভয়কে আগত দেখিয়া মনুষ্য যেমন উচিত হয় তাহা করিবেক। সেইহেতুক এখন নিকটে পলাইতে অসমর্থ তবে যে ভবিতব্য তাহা হউক বিশ্বাস জন্মাইয়া ইহার সমীপে গমন করি। ইহা আলোচনা করিয়া নিকটে গিয়া বলিল হে আর্য্য তোমাকে অভিবাদন করি গৃধ্র কহিল কে তুমি সে কহিল বিড়াল আমি, গৃধ্র বলিতেছে দূরে যাও যদি না যাও তবে তুমি আমার হন্তব্য ইহা মার্জার বলিল আমার বাক্য শুন তারপর যদি আমি বধ্য হই তবে বধ কর্ত্তব্য যেহেতুক কোথায় কেও কি জাতিমাত্রেতে বধ্য কিম্বা পূজ্য হয় ব্যবহার জানিয়া বধ্য অথবা পূজ্য হয়। গৃধ্র কহিতেছেন বল কি নিমিত্তে তুমি আসিয়াছ সে বলিল আমি এখানে গঙ্গাতীরে নিত্যস্নায়ী নিরামিষাশী ব্রহ্মচারী চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরত থাকি বিশ্বাসভূমি পক্ষি সকলেরা আমার অগ্রেতে সর্ব্বদা ধর্ম্মজ্ঞানরত তোমারদিগকে প্রশংসা করে অতএব বিদ্যা ও বয়সেতে বৃদ্ধ যে তোমরা তোমারদের স্থানে ধর্ম্ম শুনিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। আপনারা এমন ধর্ম্মজ্ঞ যে অতিথি আমাকে মারিতে উদ্যত গৃহস্থের এ ধর্ম্ম বটে গৃহে আইলে শত্রুরও উপযুক্ত আতিথ্য করিবেক অতএব ছেদন কর্ত্তার সমীপবর্ত্তি ছায়াকে বৃক্ষ অপহরণ করে না যদি বা ধন না থাকে তবে প্রিয় বাক্যেতেও অতিথি অবশ্য পূজ্য হন যেহেতুক আসন ও স্থান ও জল ও প্রিয়বাক্য এ সকল সাধু লোকেরদের ঘরেতে কখন অপ্রাপ্ত হয় না। আর সল্লোকেরা নির্গুণ প্রাণিতেও দয়া করেন এই নিমিত্তে চন্দ্র চণ্ডালগৃহে পতিত জ্যোৎস্না অপহরণ করে না॥ অপর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অগ্নি গুরু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়

বৈশ্য শূদ্রের ব্রাহ্মণ গুরু স্ত্রীলোকেরদিগের পতিই গুরু সকল বর্ণে তে অতিথি গুরু। এবং অতিথি নিরাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে ফিরিয়া যায় সে আপন পাপ তাহাকে দিয়া তাহার পুণ্য লইয়া যায় আর অধম বর্ণও যদি উত্তম বর্ণের ঘরে আইসে তবে সে যথোপযুক্ত পূজ্য হয় কেননা অতিথি সর্ব্বদেবস্বরূপ। গৃধ্র বলিল বিড়াল মাংসরুচি, এখানে পক্ষির ছানা সকল আছে সেই নিমিত্তে আমি এই প্রকার বলি। বিড়াল তাহা শুনিয়া ভূমিস্পর্শ করিয়া দুই কর্ণ স্পর্শ করিতেছে এবং কৃষ্ণ২ কহিতেছে আর কহিল আমাকর্ত্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্র শুনিয়া বৈরাগ্যেতে দুষ্কর চান্দ্রায়ণ ব্রত আরব্ধ হইয়াছে যেহেতুক অহিংসা উত্তম ধর্ম্ম ইহাতে পরস্পর বিবদমান সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্মতি আছে যেহেতুক যে মনুষ্যেরা সকল হিংসাহইতে নিবৃত্ত হয় আর যে লোকেরা সকল সহে আর যে অনেকের আশ্রয় হয় সে মানুষেরা স্বর্গগামী হয়। এবং ধর্ম্মই এক মিত্র যে মরিলেও সঙ্গে যায় আর সকল শরীরের সহিত নাশ পায়। অপর যে যাহার মাংস খায় এই দুইর অন্তর দেখ একের ক্ষণমাত্র তৃপ্তি হয় অন্য প্রাণে নষ্ট হয়। এবং মরিতে হইল এই যে দুঃখ লোকের হয় সে দুঃখ পরও অনুমানদ্বারা কহিতে পারে না। পুনর্ব্বার শুন স্বচ্ছন্দে বনেতে জন্মে যে শাক তাহাতেও উদর পূরণ হয় তবে এই পোড়া পেটের নিমিত্তে কে মহাপাপ করে। সে মার্জার এই প্রকার বিশ্বাস জন্মাইয়া বৃক্ষ কোটরে থাকিল। অনন্তর কিছু দিন গেলে পরে পক্ষির ছানারদিগকে ধরিয়া আপন কোটরমধ্যে আনিয়া প্রত্যহ খায়। যে পক্ষিরদের সন্তানেরদিগকে খাইল তাহারা শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে২ ইতস্ততো

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বিড়াল তাহা জানিয়া কোটরহইতে নির্গত হইয়া বাহিরে পলাইল। তাহার পর ইতস্তত অন্বেষণ করত পক্ষি সকলকর্ত্তৃক পক্ষিশাবকের অস্থি প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তাহারা কহিল এই জরদ্গবকর্ত্তৃক আমারদিগের সন্তান ভক্ষিত হইয়াছে ইহা নিশ্চয় করিয়া সকল পক্ষিকর্ত্তৃক গৃধ্র হত হইল অতএব আমি বলি অজ্ঞাত কুল শীলের বাস দেওয়া উচিত নয়। সেই শৃগাল ইহা শুনিয়া ক্রোধেতে কহিল মৃগের প্রথম দর্শন দিনে আপনিও অজ্ঞাতকুলশীল ছিলেন তবে কি প্রকারে আপনকার সহিত ইহাঁর উত্তরং প্রীতির আধিক্য হইতেছে। আর শুন যেখানে পণ্ডিত লোক নাই সেখানে অল্পবুদ্ধি লোকও প্রশংসিত হয় যে দেশে বৃক্ষ নাই সে দেশে ভেরেণ্ডাও বৃক্ষ হয়। অপর ইনি আত্মীয় ইনি পর এই গণনা ক্ষুদ্রান্তঃকরণ লোকেরদের হয় সচ্চরিত্র লোকেরদিগের পৃথিবীর সকল ব্যক্তিই নিজ যেমন এই মৃগ আমার সখা তেমনি আপনিও আমার সখা। হরিণ বলিল এ উত্তরে কি প্রয়োজন একত্র সকলে প্রণয়ালাপেতে সুখে থাক যেহেতুক স্বভাবতঃ কেহ কাহারও মিত্র নয় কেহো কাহারও শত্রু নয় কিন্তু ব্যবহারেতে মিত্র ও শত্রু হয় পরে কাককর্ত্তৃক কথিত হইল এই হউক অনন্তর প্রভাতে সকলে আপনং অভিলষিত দেশে গেল। এক দিবস নির্জ্জনে জম্বুক বলিতেছে হে মিত্র মৃগ এই বনের এক প্রদেশে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আছে আমি তোমাকে লইয়া তাহা দেখাই ইহা কহিয়া তাহা করিলে পরে হরিণ প্রতিদিন সেখানে যাইয়া শস্য খায়। অনন্তর ক্ষেত্র দেখিয়া ক্ষেত্রপতিকর্ত্তৃক জাল যোজিত হইল তাহার পর পুনর্ব্বার মৃগ আইলে পাশেতে বদ্ধ হই

য়া চিন্তা করিল কে আমাকে যমপাশের ন্যায় এই ব্যাধের পাশহইতে মিত্রব্যতিরেকে পরিত্রাণ করিতে শক্ত হয়। তৎপর জম্বুক সেখানে উপস্থিত হইয়া ভাবনা করিল এত দিনে আমার কাপট্যেতে মনোভিলাষ সিদ্ধ হইল ছিদ্যমান এই মৃগের মাংস রক্তেতে লিপ্ত অস্থি আমি অবশ্য পাইব তাহাতে বিলক্ষণরূপে ভোজন হইবে। হরিণ তাহাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া বলিতেছে সখে শৃগাল আমার বন্ধন ছেদন কর শীঘ্র আমার রক্ষা কর যেহেতুক মিত্রকে বিপত্তিতে আর শূরকে যুদ্ধেতে আর শুচিকে ঋণেতে আর নির্ধন হইলে ভার্য্যাকে ও ব্যসনেতে বান্ধবকে জানিবেক এবং উৎসরেতে ও ব্যসনেতে ও দুর্ভিক্ষেতে ও দেশোপদ্রবেতে ও রাজদ্বারেতে ও শ্মশানেতে যে থাকে সেই বান্ধব। শৃগাল পাশ দেখিয়া বারবার চিন্তা করিল এই বন্ধ দৃঢ় হইয়াছে আর কহিতেছে হে মিত্র এ পাশ স্নায়ু রচিত এইহেতুক আজি রবিবারে কি প্রকারে ইহা দন্তে স্পর্শ করিব সখা যদি অন্তঃকরণে অন্য প্রকার না মান তবে তুমি যাহা কহিবা তাহা প্রভাতে আমার কর্ত্তব্য। অনন্তর সে কাক সন্ধ্যা কালে মৃগকে আসিতে না দেখিয়া ইতস্তত অন্বেষণ করত সেই প্রকার দেখিয়া কহিল সখা কি এ মৃগ কহিল–হে মিত্র মিত্রবাক্যের অবজ্ঞার ফল এই পণ্ডিতকর্ত্তৃক তাহা উক্ত আছে হিতাভিলাষি মিত্র লোকেরদের কথা যে না শুনে তাহার বিপৎ অতিনিকট আর সে লোক শত্রুর আনন্দজনক। কাক বলিতেছে সে বঞ্চক কোথায় আছে হরিণকর্ত্তৃক উক্ত হইল সে আমার মাংস ভোজনের নিমিত্তে এই স্থানেই আছে কাক কহিতেছে আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি আমার অপরাধ নাই এ বিশ্বাসের

কারণ নয় যেহেতুক খলহইতে গুণবানেরও ভয় আছে আর শুন গতায়ু লোকেরা প্রদীপ নির্ব্বাণের গন্ধ পায় না ও সুহৃৎ লোকের বাক্যও শুনে না ও অরুন্ধতী নামে নক্ষত্র দেখিতে পায় না। আর অসাক্ষাৎ কার্য্যহন্তা ও সাক্ষাৎ প্রিয়বাদী এমন মিত্রকে ত্যাগ করিবেক যেমন পয়োমুখ বিষপূরিত কুম্ভ ত্যাগ করিবেক। পরে কাক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল ওরে বঞ্চক শৃগাল তুই পাপী, কি করিয়াছিস যেহেতুক মিষ্ট বাক্যেতে আলাপিত যে লোক আর মিথ্যোপচারেতে বশীকৃত যে লোক আর আশাযুক্ত ও শ্রদ্ধাযুক্ত যে ব্যক্তি ইহারদিগের, যে বঞ্চনা করা সে কি। অপর উপকারী ও বিশ্বস্ত, ও নির্ম্মলান্তঃকরণ যে লোক তাহাতে যে ব্যক্তি অধর্ম্মাচরণ করে হে ভগবতি পৃথিবি মিথ্যা ভিসন্ধি সে লোককে কি প্রকারে ধারণ করিতেছ। আর দুষ্ট লোকের সহিত মিত্রতা করিবে না ও প্রীতি করিবে না কেননা তপ্ত অঙ্গার হস্তদাহ করে ও শীতল অঙ্গার হাত কাল করে। কিম্বা দুর্জনেরদের এই স্বভাব আগে পায়েতে পড়ে পশ্চাৎ পৃষ্ঠের মাংস খায় অল্পেং কর্ণেতে আশ্চর্য্য মধুর শব্দ করে পশ্চাৎ ছিদ্র নিরূপণ করিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া অকস্মাৎ প্রবেশ করে মশা এই প্রকারে সকল খলের চরিত্র ব্যক্ত করে। এবং দুর্জ্জন অথচ প্রিয়বাদী এমন লোক প্রত্যয়ের স্থান নহে যে নিমিত্তে জিহ্বাগ্রে মধু ও হৃদয়ে বিষ আছে। অনন্তর প্রাতঃকালে ক্ষেত্রপতি লাঠি হাতে করিয়া সেই স্থানে গমন করিতেছে ইহা বায়সকর্তৃক দৃষ্ট হইল ক্ষেত্রপালকে দেখিয়া কাক কহিল হে মিত্র মৃগ তুমি নিঃশ্বাস বদ্ধ করিয়া পেট ফুলাইয়া পা সকল স্থির করিয়া আপনাকে মৃত শরীরের ন্যায় দেখাইয়া থাক আমি

তোমার চক্ষু ঠোঁটেতে করিয়া ঠোকরাই যখন আমি শব্দ করিব তখন তুমি উঠিয়া শীঘ্র পলাইবা কাকের কথাতে মৃগ সেই প্রকার থাকিল। তাহার পর আহ্লাদেতে প্রফুল্লনয়ন যে ক্ষেত্রপতি সে সেই প্রকার মৃগকে দেখিয়া আঃ আপনি মরিয়াছ ইহা কহিয়া বন্ধন ছাড়াইয়া জাল জড় করিবার নিমিত্তে সত্বর হইল অনন্তর মৃগ কাকের শব্দ শুনিয়া শীঘ্র উঠিয়া পলাইল পরে ক্ষেত্রপতিকর্ত্তৃক মৃগের উদ্দেশে ক্ষিপ্ত যে লগুড় তাহাতে শৃগাল নষ্ট হইল। পণ্ডিতেরা তাহাই কহিয়াছেন অত্যন্ত উৎকট যে পাপ ও পুণ্য তদ্দ্বারা ইহ লোকেতেই তিন দিনেতে কিম্বা তিন পক্ষেতে কিম্বা তিন মাসেতে কিম্বা তিন বৎসরেতে ফল ভোগ হয় অতএব আমি বলি খাদ্য আর খাদকের যে প্রণয় সে আপদের কারণ। লঘুপতন নামে কাক পুনর্ব্বার কহিল তুমি আমাকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেও আমার তৃপ্তিজনক আহার হইবা না চিত্রগ্রীবের ন্যায় নিষ্পাপ তুমি বাঁচিলেই আমি বাঁচি। এবং উত্তম লোকেরদিগের সাধু স্বভাবত্বহেতুক পুণ্যাত্মা তির্য্যগ্যোনিরদের ও বিশ্বাস দেখা গিয়াছে যেমন তোমার ও চিত্রগ্রীবের। আর সাধুলোক ক্রুদ্ধ হইলেও তাহার মন বিকারকে পায় না যেমন ঘাসের অগ্নিতে সমুদ্রের জল তপ্ত করিতে পারে না। হিরণ্যক বলিতেছে তুমি চপল চপলের সহিত প্রণয় কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নয় পণ্ডিতেরা ইহা কহিয়াছেন মার্জার ও মহিষ ও মেষ ও কাক ও কাপুরুষ ইহারা বিশ্বাসেতে প্রভু হয় এইহেতুক এ সকলেতে বিশ্বাস ভাল নহে আর কি কহিব তুমি আমারদিগের শত্রুর পক্ষ। পণ্ডিতেরা ইহা কহিয়াছেন সন্ধি হেতুক স্বয়ং আলিঙ্গিত দুষ্ট বিপক্ষের সহিত সন্ধি

করিবে না যেহেতুক অতিবড় উষ্ণ যে জল সেও আগুন নির্ব্বাণ করে আর দুষ্ট লোক বিদ্যাতে ভূষিত হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিবেক। কেননা মণিতে ভূষিত যে সর্প সে কি ভয়দায়ক হয় না। এবং যাহা করিবার উপযুক্ত নহে তাহা করা যায় না আর যাহা করিবার যোগ্য তাহা অবশ্য করা যায় অতএব জলে শকট কখনও যায় না এবং স্থলে নৌকা যায় না। অপর বড় উত্তম ধনহেতুক বৈরিতে এবং বিরক্ত স্ত্রীতে যে লোক বিশ্বাস করে তাহার জীবন সেইপর্য্যন্ত। লঘুপতন বলিতেছে আমি সকল শুনিয়াছি তথাপি আমার এই প্রতিজ্ঞা তোমার সহিত সখ্য অবশ্য কর্ত্তব্য যদি মিত্রতা না কর তবে অনাহারেতে আপনাকে নষ্ট করিব। আর শুন মৃণ্ময় ঘটের তুল্য দুর্জন লোক সুখেতে ভাঁগা যায় দুঃখেতেও মিলান যায় না সুবর্ণ ঘটের ন্যায় সুজন দুঃখেতে ভাঁগা যায় সুখেতে মিলান যায়। আর সকল তৈজস পাত্রের দ্রবত্বহেতুক এবং মৃগ ও পক্ষিরদের কোন কারণহেতুক এবং মূর্খের ভয় ও লোভহেতুক এবং উত্তম লোকের দর্শনহেতুক মিলন হয় আর উত্তম লোকেরা নারিকেলের ফলের তুল্য অন্তর স্নিগ্ধ দেখিতেছি অধম লোকেরা বদরীফলের তুল্য বাহিরেই কোমল অন্তর কঠিন। আর সাধু লোকেরদিগের প্রীতির বিচ্ছেদ হইলেও গুণ বিকার পায় না যেহেতুক মৃণালের ভঙ্গেতেও সূত্র দুই খণ্ডেতে অবিচ্ছিন্ন থাকে অপর শুচিতা ও দানশীলতা ও শূরত্ব এবং সুখ ও দুঃখেতে সমানতা ও নিপুণতা ও আনুরক্তি ও সত্যতা এই সকল মিত্রের গুণ এই সকল গুণেতে যুক্ত তোমাভিন্ন কোন পুরুষকে আমি পাইব। লঘুপতনের

এই সকল কথা শুনিয়া হিরণ্যক বাহিরে নির্গত হইয়া বলিল আমি তোমার অমৃতবাক্যেতে আহ্লাদিত হইলাম। পণ্ডিতেরা ইহা কহিয়াছেন পুণ্যবান্ লোকেরদের আকর্ষণ মন্ত্রের তুল্য সদুক্তিতে আদৃত প্রীতিকরণক যে সজ্জনের বচন সে অন্তঃকরণে যেমন সুখদায়ক হয় তেমন ঘর্ম্মার্ত্তকে অতিশীতল জলকরণক স্নান ও মুক্তামালা ও প্রত্যেক অঙ্গেতে দত্ত চন্দন সুখ দেয় না এবং নির্জনেতে অভেদরূপে ব্যবহার করা আর যাত্রা আর নিষ্ঠুরতা আর মনের চাঞ্চল্য আর ক্রোধ আর মিথ্যাবাক্য আর দ্যূতক্রীড়া এই সকল মিত্রের দোষ এই বচনের অনুসারেতে একও দূষণ তোমাতে দেখি না যেহেতুক কথার দ্বারা পটুতা ও সত্যবাদিতা জানা যায় আর চাঞ্চল্য অচাঞ্চল্য প্রত্যক্ষেতে বুঝা যায়। অপর কোমল অথচ নির্ম্মল চিত্ত যাহারদিগের তাহারদের মিত্রতা এক প্রকার হয় আর খলতাতে দুষ্ট চিত্ত যাহারদের তাহারদের কথা অন্য প্রকার হয় দুরাত্মারদিগের মনে এক প্রকার বাক্যেতে আর প্রকার কর্ম্ম অন্য প্রকার মহাত্মারদের অন্তঃকরণে যাহা বাক্যেতে তাহা ক্রিয়াতেও তাহাই। তোমার অভিমতই হউক হিরণ্যক ইহা কহিয়া মিত্রতা করিয়া খাদ্য সামগ্রীদ্বারা লঘুপতনকে সন্তোষ করিয়া গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল কাকও আপন স্থানে গেল। সেই অবধি ঐ দুইর পরস্পর আহারদানেতে ও মঙ্গল প্রশ্নেতে ও আলাপেতে কাল যাইতেছে। এক দিবস লঘুপতন হিরণ্যককে কহিল এ স্থানে আহার লাভ বড় দুঃখেতে হয় অতএব এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইতে ইচ্ছা করি হিরণ্যক বলিতেছে মিত্র কোথা যাইব সেই প্রকার পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন বুদ্ধিমান লোক এক পাদেতে যাইবে এক পাদে

তে থাকিবে অপর স্থান না দেখিয়া পুর্ব্বস্থান ত্যাগ করিবে না। কাক কহিতেছে বিলক্ষণ নির্ণীত স্থান আছে। হিরণ্যক বলিল সে কি কাক কহিল।

দণ্ডকবনেতে কর্পূরগৌর নামে এক সরোবর আছে তাহাতে আমার অনেক কালের প্রিয় মিত্র ধার্ম্মিক মন্থরনামা কচ্ছপ বাস করে যেহেতুক পরের উপদেশে সকল লোকের পাণ্ডিত্য হয় কিন্তু ধর্ম্মেতে অনুষ্ঠান কোন মহাত্মার হয় অতএব সে উত্তম ভোজন দ্বারা আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিবেক। হিরণ্যকও কহিল তবে আমি এখানে থাকিয়া কি করিব। যেহেতুক যে দেশে সম্মান নাই ও বৃত্তি নাই ও বান্ধব নাই ও বিদ্যা নাই সে দেশ পরিত্যাগ করিবেক এবং লোকের গমনাগমন ও ভয় ও লজ্জা ও নিপুণতা ও দানশীলতা এই পাঁচ যে দেশে নাই সে দেশে বাস করিবে না। অপর হে সখা সে স্থানে বাস করা নহে যেখানে ঋণদাতা আর চিকিৎসক আর ব্রাহ্মণ আর সজল নদী এই চারি নাই অতএব আমাকেও সেখানে লহ। অনন্তর কাক সেই মিত্রের সহিত নানাপ্রকার আলাপ করিতেং সুখেতে সেই সরোবরের নিকট গেল। পরে মন্থর দূরহইতে দেখিয়া লঘুপতনের উচিত আতিথ্য করিয়া মূষিকের আতিথ্য করিল। যেহেতুক বালক কিম্বা বৃদ্ধ কিম্বা যুবা যদি ঘরে আইসে তবে তাহার সম্মান করিবেক কেননা সকল বর্ণের অতিথি গুরু ও দ্বিজাতির অগ্নি গুরু সকল বর্ণের ব্রাহ্মণ গুরু স্ত্রীলোকেরদিগের ভর্ত্তাই গুরু সকল বর্ণের অতিথি গুরু আর উত্তম জাতিরও গৃহে যদি অধম জাতি আইসে তবে তাহারও সম্মান করিবেক যেহেতুক অতিথি সর্ব্বদেবতা

স্বরূপ। বায়স কহিল হে মিত্র মন্থর ইহার পূজা বিশেষরূপে করহ যেহেতুক ইনি পুণ্যবানেরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দয়ার সমুদ্র হিরণ্যক নামা মূষিকরাজ ইহার গুণের স্তব সর্পেরদিগের রাজা অনন্ত দুই হাজার জিহ্বাতেও যদি কদাচিৎ কহিতে পারে ইহা কহিয়া চিত্রগ্রীবের বৃত্তান্ত কহিলেন। মন্থর আদরে হিরণ্যককে সম্মান করিয়া কহিলেন তোমার মঙ্গল আর আপনকার নির্জন বনে আসিবার কারণ কহিতে যোগ্য হও। হিরণ্যক বলিল শুন কারণ আছে বলিতেছি।

চম্পকানামে নগরীতে সন্ন্যাসিরা বাস করে সেইখানে চূড়াকর্ণ নামে সন্ন্যাসী থাকে সে ভোজনাবশিষ্ট ভিক্ষান্নের সহিত ভিক্ষা পাত্র নাগদন্তকেতে রাখিয়া শয়ন করে আমি লাফিয়া সেই অন্ন প্রতিদিন খাই. পরে তাহার প্রিয় মিত্র বীণাকর্ণনামা সন্ন্যাসী এক দিবস আইল তাহার সহিত কথা প্রসঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া আমার ত্রাসের নিমিত্তে জর্জর বংশখণ্ডদ্বারা ভূমি তাড়ন করিতে ছিল তখন বীণাকর্ণ কহিল হে মিত্র কি আমার কথাতে বিরক্ত কেননা তুমি অন্যমনা হইতেছ চূড়াকর্ণ কহিল সখা আমি বিরক্ত নই কিন্তু দেখ এই উন্দুর আমার অপকারী লাফিয়া সদা পাত্র স্থিত ভিক্ষান্ন খায় বীণাকর্ণ নাগদন্তক দেখিয়া কহিল কি প্রকারে অল্প বলবান্ মূষিক এত দূরে লাফিয়া উঠে, অতএব ইহাতে কোনহ কারণ থাকিবে। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন যুবতী স্ত্রী বৃদ্ধ পতিকে অকস্মাৎ নির্ভর আলিঙ্গন করিয়া চুলে ধরিয়া চুম্বন করিল ইহাতে কারণ থাকিবে। চূড়াকর্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছে এ কি প্রকার। বীণাকর্ণ কহিতেছে।

গৌড়দেশে কৌশাম্বী নামে এক নগরী আছে তাহাতে চন্দন

দাস নামে বড় ধনী এক বনিক বাস করে সেই বনিক্ বৃদ্ধাবস্থাতে ধনমত্ততাহেতুক কামপীড়িত হইয়া লীলাবতী নামে বনিকপুত্রীকে বিবাহ করিল সে লীলাবতী কন্দর্পের জয়পতাকার ন্যায় যৌবনবিশিষ্টা হইল সে বৃদ্ধ স্বামী তাহার সন্তোষের নিমিত্তে হইল না। যেহেতুক হিমার্ত্ত লোকেরদিগের চান্দ্র কিরণেতে যেমন মন তুষ্ট হয় না এবং ঘর্ম্মার্ত্ত লোকেরদিগের সূর্য্য কিরণেতে যেমন মন তুষ্ট হয় না তেমনি বৃদ্ধ পতিতে যুবতী স্ত্রীরদের মন সন্তুষ্ট হয় না। আর পুরুষের মাংসাদি লুলিত দেখিলে কামের বিষয় কি যেহেতুক অন্যমনা স্ত্রী সে পুরুষকে ঔষধের তুল্য জানে। সেই বৃদ্ধ স্বামী তাহাতে অত্যন্ত অনুরাগী হইল যেহেতুক প্রাণিরদের ধনাশা এবং জীবিতাশা সর্ব্বদা সর্ব্বাপেক্ষয়া বড় হয় বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা প্রাণহইতেও বড় হয় অপর বৃদ্ধ লোক বিষয়োপভোগ করিতে পারে না ও ত্যাগ করিতেও পারে না যেমন দন্তরহিত কুকুর জিহ্বাতে করিয়া অস্থি কেবল আস্বাদন করে। অনন্তর সেই লীলাবতী যৌবন মদেতে কুলাচার অতিক্রমণ করিয়া কোন বনিক্পুত্রের সহিত অনুরাগিনী হইল। যেহেতুক কর্ত্তৃত্ব এবং পিতৃগৃহে বাস এবং যাত্রোৎসবে গমন এবং অনেক পুরুষের সন্নিধিতে বাস এবং বিদেশে বাস এবং ভ্রষ্টা স্ত্রীর সহিত বাস এবং আপন বৃত্তির বারবার ক্ষতি এবং পতির বার্দ্ধক্য আর পতির ঈর্ষা আর পতির প্রবাস এই সকল স্ত্রীজনের নাশের কারণ। অপর মাদক দ্রব্যের পান ও দুর্জ্জন সংসর্গ ও পতিবিরহ ও যথেষ্ট গমন ও স্বপ্ন ও অন্যগৃহে বাস এই ছয় স্ত্রীরদিগের দূষণ। আর নির্জ্জন স্থান থাকে না এবং অবকাশ কাল থাকে না এবং প্রার্থনাকর্ত্তা মনুষ্য থাকে না হে

নারণ সে নিমিত্তে স্ত্রীরদিগের সতীত্ব হয়। অপর স্ত্রীরদের অপ্রিয় কেউ নাই প্রিয়ও কেউ নাই যেমন গরু সর্কল বনেতে নূতনং ঘাস প্রার্থনা করে সেই রূপ নূতনং পুরুষকে প্রার্থনা করে অপর ভাই কিম্বা পুত্রকে সুন্দর দেখিয়া স্ত্রীরদিগের যোনিক্লেদ যুক্ত হয় হে নারদ এ বাক্য সত্যং। এবং স্ত্রী ঘৃত কলসের তুল্য পুরুষ তপ্তাঙ্গারের তুল্য এইহেতুক বিজ্ঞ লোক ঘৃত ও আগুন একত্র রাখিবে না। নারীরদের সতীত্ব হওনের কারণ লজ্জা নয় বিনীতত্ত্ব নয় কর্ম্মনৈপুণ্য নয় ভীরুতা নয় কিন্তু কেবল প্রার্থনার অভাবই কারন। অপর বাল্যাবস্থাতে পিতা রক্ষা করে যৌবনাবস্থাতে ভর্ত্তা রক্ষা করে বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্রেরা রক্ষা করে যে হেতুক স্ত্রী কর্ত্তৃত্বকে কখন অর্হে না। এক দিবস রত্নসমূহ খচিত পর্য্যঙ্কে সেই বণিকপুত্রের সহিত প্রিয়ালাপেতে সুখোপবিষ্ট সেই লীলাবতী অকস্মাৎ উপস্থিত ঐ পতিকে দেখিয়া হটাৎ উঠিয়া কেশেতে আকর্ষণ করিয়া নির্ভর আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিল সেই অবসরে উপপতি পলাইল। অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন শুক্রাচার্য্য যে শাস্ত্র জানেন ও বৃহস্পতি যে শাস্ত্র জানেন সেই শাস্ত্র স্ত্রী বুদ্ধিতে স্বভাবপ্রযুক্তই প্রতিষ্ঠিত হয়। সে রূপ আলিঙ্গন দেখিয়া নিকটবর্ত্তিনী কুট্টিনী চিন্তা করিল অকস্মাৎ এ ইহাকে আলিঙ্গন করিল অনন্তর সেই কুট্টিনী তৎকারণ জানিয়া লীলাবতীকে গোপনে দণ্ড করিল। অতএব আমি বলি যুবতি স্ত্রী বৃদ্ধ পতিকে অকস্মাৎ নির্ভয় আশ্লেষ করিয়া কেশে ধরিয়া চুম্বন করিল ইহাতে কারণ থাকিবেক। মূষিক গর্ত্ত দেখিয়া বলেতে উপবিষ্ট হইয়াছে অতএব ইহাতে কোনং কারণ থাকিবেক। কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া পরিব্রাজক কহিল

ইহাতে কারণ প্রচুর ধন হইবে। যেহেতুক লোকেতে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকল ধনবান্ লোকেই বলবান্ কেননা রাজারদেরও প্রভুত্ব ধন মূলই হয় তাহার পর সে সন্ন্যাসী খন্তা লইয়া বিবর খুঁড়িয়া আমার চিরকালসঞ্চিত ধন লইল সেই অবধি আপন শক্তিতে হীন ও উৎসাহরহিত হইয়া কাতরে মন্দং গমন করত আপন আহার অর্জন করিতে অক্ষম হইলাম ইহা চূড়াকর্ণ দেখিল অনন্তর সে কহিল লোক ধনেতে বলবান্ হয় ধনহইতে পণ্ডিত হয় এই পাপিষ্ঠ মূষিককে দেখ এখন আপন জাতিতুল্যতাকে পাইল। আর ধনেতে রহিত অল্পবুদ্ধি পুরুষের সমস্ত ক্রিয়া নষ্ট হয় যেমন গ্রীষ্ম কালে কুৎসিত নদী সকল জলরহিত হইয়া নষ্ট হয়। অপর যাহার ধন আছে তাহার সকল লোক মিত্র যাহার ধন আছে তাহার সকল লোক বান্ধব যাহার ধন আছে লোকেতে সেই পুরুষ যাহার ধন আছে সেই পণ্ডিত। আর পুত্ররহিতের এবং উত্তম মিত্ররহিতের ঘর শূন্য ও মূর্খের সকল দিক শূন্য দারিদ্র্য সর্ব্ব শূন্য। অপর যে ইন্দ্রিয় অন্যথা করা যায় না সেই ইন্দ্রিয় যে নাম অন্যথা করা যায় না সেই নাম যে বুদ্ধির প্রতিঘাত করা যায় না সেই বুদ্ধি যে বাক্যের প্রতিঘাত করা যায় না সেই বাক্য যে লোক ধনের মত্ততাতে রহিত সেই পুরুষ আর সকল যে তুচ্ছ এ কি আশ্চর্য্য। এই সকল শুনিয়া আমি আলোচনা করিলাম আমার এখানে অবস্থান উচিত নয় সংপ্রতি অন্য ব্যক্তিকে যে এই বৃত্তান্ত কহা সেও অনুপযুক্ত যেহেতুক ধননাশ ও মনস্তাপ ও গৃহের মন্দ চরিত্র ও পরকর্ত্তৃক বঞ্চনা ও অপমান এই সকল বুদ্ধিমান লোক প্রকাশ করিবে না। তাহা পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন পরমায়ু আর ধন আর গৃহ ছিদ্র আর মন্ত্রণা আর মৈথুন আর ঔষধ আর

তপস্যা আর দান আর অপমান এই নয় যত্নেতে গোপন করিবেক। পণ্ডিতকর্ত্তৃক তাহা উক্ত হইয়াছে দৈব অত্যন্ত বিমুখ হইলে আর পুরুষসাধ্য ক্রিয়া ব্যর্থ হইলে দরিদ্রের বন ব্যতিরেক কোথা সুখ অর্থাৎ অরণ্য মধ্যে বাস করা উপযুক্ত। অপর মনস্বি লোক মরে তথাপি কৃপণতাকে পায় না যেমন অগ্নি নির্ব্বাণতাকে পায় তথাপি স্নিগ্ধতাকে পায় না। এবং মনস্বি লোকের পুষ্প স্তবকের ন্যায় দুই বৃত্তি সকলের মাথাতে থাকে অথবা বনেতে বিশীর্ণ হয়। এই স্থানেতেই যে যাচ্ঞাতে প্রাণ ধারণ সে অত্যন্ত নিন্দিত যেহেতুক ধনহীন লোকের অগ্নিতে প্রাণ সমর্পণ করাও ভাল উপচারহীন কৃপণ লোকের প্রার্থনা ভাল নয়। এবং দরিদ্রতাহেতুক লজ্জা পায় প্রাপ্তলজ্জ লোক বলহইতে ভ্রষ্ট হয় বলরহিত লোক পরাভূত হয় পরাভবহইতে অজ্ঞান হয় অজ্ঞানি জন শোক পায় প্রাপ্তশোক লোক বুদ্ধিহইতে ভ্রষ্ট হয় বুদ্ধিভ্রষ্ট লোক নষ্ট হয় অতএব দেখ কি আশ্চর্য্য দারিদ্র্য সকল বিপত্তির আশ্রয়। অপর বরং মৌনব্রত করিবেক মিথ্যা বাক্য কহিবে না পুরুষের নপুংসকতাও ভাল পর স্ত্রী গমন ভাল নহে প্রাণ ত্যাগও ভাল খল বাক্যেতে আসক্তি ভাল নহে ভিক্ষা করিয়া ভোজনও ভাল পর ধনের আস্বাদনসুখ ভাল নহে গৃহ শূন্যও ভাল শ্রেষ্ঠ দুষ্ট বৃষভ ভাল নহে বেশ্যা পত্নীও ভাল বিনয়রহিতা স্ত্রী ভাল নহে বনেতেও বাস ভাল অন্যায়ি রাজার নগরে বাস ভাল নহে প্রাণ ত্যাগও ভাল অধমের সমীপে গমন ভাল নহে। আর যেমন সেবা সমস্ত মান হরণ করে আর যেমন জ্যোৎস্না অন্ধকার হরে যেমন বৃদ্ধাবস্থা শরীরের কান্তি হরে আর যেমন বিষ্ণুর ও শিবের কথা পাপ হরে এমনি বাঞ্ছা শত গুণ হরণ করে। ইহা

চিন্তা করিয়া আমি আপনাকে কি পরপিণ্ডে পোষণ করিব ও হে সেও কষ্ট. দ্বিতীয় যমদ্বার যেহেতুক পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্য, এবং বেতন দিয়া স্ত্রীসংসর্গ এবং পরাধীন ভোজন এই তিন লোকের বিড়ম্বন। অপর রোগযুক্ত ব্যক্তি ও চিরকালপ্রবাসী ও পরান্ন ভোক্তা ও পরগৃহশয়িতা ইহারদের যে বাঁচন সেই মরণ যে মরণ সেই ইহারদের বিরাম ইহা বিবেচনা করিয়াও লোভপ্রযুক্ত পুনর্ব্বারও ধন সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে জ্ঞান করিলাম। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন লোভেতে বুদ্ধি চঞ্চলা হয় লোভ তৃষ্ণাকে জন্মায় তৃষ্ণাপীড়িত মনুষ্য ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখ পায়। অনন্তর মন্দং গমন করত আমি সেই বীণাকর্ণকর্তৃক জর্জ্জর বংশখণ্ডদ্বারা তাড়িত হইয়া ভাবনা করিলাম লোভী ও অপরিতুষ্ট লোক অবশ্য আত্মঘাতী হয় তাহা কহিয়াছেন যাহার মন পরিতুষ্ট তাহার সকলি সম্পত্তি যেমন জুতাতে আবৃত পা যাহার তাহার সর্ব্বত্রই চর্ম্মেতে আবৃত কিন্তু পৃথিবী চর্ম্মেতে আবৃতা নহে। অপর পরিতোষরূপ অমৃতে তৃপ্ত অথচ শান্তান্তঃকরণ লোকেরদের যে সুখ সে সুখ ইতস্ততো ধাবন করে যে ধনলোভিরা তাহারদের কোথা অর্থাৎ সে সুখ তাহারদের হয় না। আর সে অধ্যয়ন করিয়াছে সে শ্রবণ করিয়াছে সে সকল করিয়াছে যে লোক আশাকে পশ্চাৎ করিয়া নৈরাশ্যঅবলম্বন করে। এবং সে লোকের জীবন ধন্য যৎকর্তৃক ধনিদ্বার সেবিত না হয় ও বিরহদুঃখ দৃষ্ট না হয় ও নপুংসক বাক্য কথিত না হয় যেহেতুক ধনতৃষ্ণাতে লুব্ধের শত যোজনও দূর নয় সন্তুষ্টের হস্তস্থিত ধনেতেও আদর নাই সেইহেতুক এখানে আপন দশার উপযুক্ত

কর্ম্ম করাই মঙ্গল। পাণ্ডিতেরা ইহা কহিয়াছেন সংসারে প্রাণির
ধর্ম্ম কি এই প্রশ্নেতে উত্তর প্রাণি সকলে দয়া সুখ কি এই প্রশ্নে
তে উত্তর সর্ব্বদা অরোগিতা স্নেহ কি এই প্রশ্নে উত্তর সদ্ভাব, পা
ণ্ডিত্য কি এই প্রশ্নে উত্তর সদসদ্বিবেচনা। বিজ্ঞেরা তাহা কহি
য়াছেন বিপদ্দশাতেও যে সদসদ্বিবেচনা সেই পাণ্ডিত্য সদস[illegible]
চনারহিতের পদেং বিপত্তি। আর কুলের নিমিত্তে এক জনকে
ত্যাগ করিবেক গ্রামের নিমিত্ত কুলকে ত্যাগ করিবেক দেশের নি
মিত্তে গ্রাম ত্যাগ করিবেক আপনার নিমিত্তে পৃথিবী ত্যাগ
করিবেক। অপর অনায়াসপ্রাপ্ত জলই বা ভয়ের পর স্বাদু
অন্নই বা নিশ্চয় বিচার করিয়া দেখিতেছি সেই সুখ যাহাতে
নির্ব্বাহ। এই পরামর্শ করিয়া আমি নির্জন বনে আইলাম যেহে
তুক ব্যাঘ্র ও বৃহৎ হস্তিসেবিত অরণ্যও ভাল বৃক্ষ আশ্রয় ভাল
পক্ব ফল ও জল আহারও ভাল তৃণশয্যাও ভাল বৃক্ষের বাকল
পরিধানও ভাল বান্ধব লোকের মধ্যে ধনরহিতের জীবন ভাল
নহে। তদনন্তরও আমার পুণ্যবলহেতুক এই মিত্রকর্ত্তৃক প্রীতি
তে আমি অনুগৃহীত হইয়াছি ইদানী পুণ্যবলের প্রকাশহেতুক
তোমার আশ্রয় স্বর্গই আমার প্রাপ্ত হইল যেহেতুক সংসার
রূপ বিষবৃক্ষের রসাল ফল দুটি কাব্যরূপ অমৃত রসের আস্বাদন
এক আর সুজনের সহিত মিলন এক। মন্থর কহিল ধন পায়ের
ধূলার ন্যায় আর যৌবন পর্ব্বতনদীর বেগের ন্যায় আর জল
বিন্দু যেমন চঞ্চল এমনি অস্থির পরমায়ু আর জীবন ফেণার ন্যায়
ইহা জানিয়া যে মন্দবুদ্ধি স্বর্গের অর্গলের উদ্ঘাটক যে ধর্ম্ম তাহা
না করে সে লোক পশ্চাৎ বৃদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত হইলে তাপিত হই
য়া শোকরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হয়। তুমি অত্যন্ত সঞ্চয় করিয়াছিলা

তাহার এই দোষ যেমন জলাশয় মধ্যস্থিত জলের বহনেতেই যেমন জল অধিক হয় এমনি অর্জিত ধনের দানেতেই ধনের রক্ষা হয়। অপর কৃপণ লোক মৃত্তিকাতে যে নীচে২ ধন পোঁতে সে আগে তেই নীচ স্থানে যাইবার নিমিত্তে পথ করে অপর আত্মীয় সুখ নিরোধ করত যে লোক ধনার্জন ইচ্ছা করে সে পরের নিমিত্তে ভারবাহকের ন্যায় কেবল দুঃখের ভাজন, এবং দান ও সম্ভোগ রহিত ধনেতে যদি লোক ধনবান হয় তবে সেই ধনেতে আমরাও ধনবান হই। অপর উপভোগরহিতত্বহেতুক কৃপণের ধন পর ধনের তুল্য ইহার এ ধন এই সম্বন্ধমাত্র আর ধন নষ্ট হইলে দুঃখেতে আপনি নষ্ট হয়। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন প্রিয় বাক্যসহিত দান ও অহঙ্কাররহিত জ্ঞান ও ক্ষমাযুক্ত শূরতা ও দান নিযুক্ত ধন সংসারে এই চারি দুর্লভ। বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন সর্ব্বদা সঞ্চয় করিবেক কিন্তু অত্যন্ত সঞ্চয় করিবেক না দেখ অতি সঞ্চয়ী শৃগাল ধনুতে নষ্ট হইল। সেই কাক ও মূষিক বলিল এ কি প্রকার। মন্থর কহিতেছে।

কল্যানকটক নামে গ্রামে ভৈরব নামে ব্যাধ থাকে সে এক দিবস মৃগ অন্বেষণ করত বিন্ধ্যাটবী গেল। অনন্তর এক মৃগকে নষ্ট করিয়া লইয়া যাইতেছিল ইতোমধ্যে এক ভয়ানকশরীর বরাহকে দেখিল পরে সেই ব্যাধ হরিণকে ভূমিতে রাখিয়া শরেতে ঐ শূকরকে মারিল শূকরও ঘোরতর গর্জন করিয়া ব্যাধের অণ্ডকোষে মারিল ব্যাধ ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া মরিল। যেহেতুক জল কিম্বা অগ্নি কিম্বা বিষ কিম্বা শস্ত্র কিম্বা ক্ষুধা কিম্বা রোগ কিম্বা পর্ব্বতহইতে পতন ইত্যাদি যৎকিঞ্চিৎ

নিমিত্ত পাইয়া জীব প্রাণত্যাগ করে। অনন্তর বরাহ ও ব্যাধের পা আছড়ানেতে এক সর্পও মরিল। তাহার পর দীর্ঘরাব নামে শৃগাল আহারের নিমিত্তে ভ্রমণ করত মৃত সেই মৃগ ও ব্যাধ ও সর্প ও বরাহকে দেখিল এবং চিন্তা করিল কি আশ্চর্য্য আজি বড় খাদ্য দ্রব্য আমার উপস্থিত হইল কিম্বা প্রাণিরদের দুঃখ চিন্তিত না হইলেও যেমন আইসে তেমনি সুখও মানি ইহাতে দৈবই অতিরিক্ত হন তাহা হউক সম্প্রতি ইহারদের মাংসেতে আমার তিন মাস সুখেতে যাইবে আরও কহিল মনুষ্য এক মাস যাইবে মৃগ ও শূকর দুই মাস যাইবে সর্প এক দিন যাইবে অদ্য ধনুর ছিলা ভক্ষণ করিব অনন্তর প্রথম ক্ষুধাতে এই আস্বাদন রহিত ধনুস্থিত স্নায়ুর ছিলা খাই ইহা কহিয়া তাহা করিল। পরে স্নায়ুর বন্ধন ছিঁড়িলে ধনু হৃদয়ে লাগিয়া সে দীর্ঘরাব পঞ্চত্ব পাইল।

অতএব আমি বলি সঞ্চয় অবশ্য করিবেক কিন্তু অতিশয় সঞ্চয় করিবেক না। তাহা কহিয়াছেন মৃত ব্যক্তির স্ত্রীতে ও ধনেতে অন্য লোকেরা ক্রীড়া করে অতএব যাহা দেও ও যাহা খাও সেই ধনবানের ধন অপর বিশিষ্ট পাত্রকে যাহা দেও আর প্রতিদিন যাহা ভোজন কর সেই তোমার ধন আমি এই মানি নতুবা কাহারও ভোগ্য ধন রক্ষা কর যাউক সংপ্রতি অতিক্রান্তের বর্ণনে কি প্রয়োজন যেহেতুক জ্ঞানি লোকেরা অপ্রাপ্ত বস্তুকে অভিলাষ করিবে না নষ্ট বস্তুকে শোক করিতে ইচ্ছা করিবে না বিপত্তিতেও মুগ্ধ হইবে না সেইহেতুক হে মিত্র তুমি নিরন্তর উৎসাহী হইবা যেহেতুক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও মূর্খ হয় যে পুরুষ ক্রিয়া করে সেই পণ্ডিত যেমন সুচিন্তিত ঔষধনামমাত্র

অরোগ করে না আর উৎসাহরহিতের শাস্ত্রজ্ঞান অত্যল্পও গুণ করে না অন্ধের হস্তোপরিস্থিতও প্রদীপ কি ঘট পটাদি প্রকাশ করে। সেইহেতুক এখানে হে মিত্র অবস্থাবিশেষে শান্তি কর্ত্তব্য তুমি ইহাও অত্যন্ত কষ্ট করিয়া জানিও না যেহেতুক রাজা ও কুলস্ত্রী ও ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রী ও মেঘ ও দন্ত ও চিকুর ও মনুষ্য ও নখ এ সকল স্থানচ্যুত হইলে শোভা পায় না ইহা জানিয়া বুদ্ধিমান লোক স্বস্থান পরিত্যাগ করিবে না এ কাপুরুষের বাক্য যেহেতুক সিংহ ও সৎপুরুষ ও হস্তী ইহারা স্থান ত্যাগ করিয়া যায় তাহাতেই কাক ও কাপুরুষ ও মৃগ ইহারা মরে। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন বীরের ও পণ্ডিতের কি স্বদেশ কিম্বা বিদেশ যে দেশ আশ্রয় করে সেই দেশকেই বাহুবলেতে জয় করে দন্ত ও নখ ও লাঙ্গূল এই সকল অস্ত্র যে সিংহের সে যে বনে যায় তাহাতেই নষ্ট হস্তীশ্রেষ্ঠের রক্তকরণক আপনার পিপাসা নিবৃত্তি করে। অপর যেমন মণ্ডুক সকল কূপকে যায় আর যেমন মৎস্যাদি জলপূর্ণ জলাশয়কে যায় এমনি সকল সম্পত্তি অবশ্যহইয়া উদ্যোগি মনুষ্যকে পায় আর আগত সুখকে সেবা করিবেক এবং আগত দুঃখকেও সেবা করিবেক যেহেতুক দুঃখ ও সুখ চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করে। অপর উদ্যোগবিশিষ্ট ও অচিরক্রিয় ও কর্ম্মজ্ঞাতা ও ব্যসনেতে অসক্ত ও বীর ও কৃতজ্ঞ ও অনেকের মিত্র এতাদৃশ পুরুষকে লক্ষ্মী আপনি বাস করিবার কারণ পান। বিশেষে শূর পুরুষ ধনব্যতিরেকেও অনেক সম্মানেতে উচ্চপদ পায় কৃপণ লোক ধনবান হইয়া ও পরাভব পায় ইহাতে দৃষ্টান্ত স্বভাবেতে জাত অথচ গুণসমূহেতে প্রাপ্ত যে সিংহসম্বন্ধি কান্তি ইহা কি কুকুর স্বর্ণ মালা ধারণ করিয়াও পায়। এবং ধন

স্বভাগ্যযুক্ত যে অহঙ্কার সে কি গতবিভব হইয়াও বিষাদকে পায় অর্থাৎ বিষণ্ণ হইবে না কেননা মনুষ্যেরদিগের পড়া ও উঠা হস্ত স্থিত গেঁড়ুর ন্যায়। এবং মেঘছায়া ও খলের প্রেম ও নূতন শস্য ও স্ত্রী ও যৌবন ও ধন এ সকল কিঞ্চিৎ কাল উপভোগের বিষয়। অপর ধনের নিমিত্তে অত্যন্ত চেষ্টা করিবে না যেহেতুক বিধাতাই তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন কেননা গর্ভহইতে জীব জন্মিলেই মাতার দুই স্তনের দুগ্ধ ক্ষরে এবং হে মিত্র যিনি হংসকে শুক্ল করিয়াছেন আর শুকপক্ষিকে হরিৎবর্ণ করিয়াছেন আর ময়ূরকে যিনি চিত্রিত করিয়াছেন তিনি তোমার বৃত্তি বিধান করিবেন। আর হে মিত্র উত্তম লোকেরদের রহস্য শুন অর্থোপার্জনে দুঃখ জন্মায় আর নষ্টেতে তাপ জন্মায় আর সম্পত্তিতে মোহ জন্মায় তবে অর্থ কি প্রকারে সুখদায়ক হয় অপর ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তে যাহার ধনচেষ্টা তাহার নিশ্চেষ্টতা ভাল যেহেতুক কর্দমের প্রক্ষালনহইতে দূরে থাকিয়া স্পর্শ না করা ভাল। যেহেতুক যেমন পক্ষিরা আকাশে আমিষ ভোজন করে আর ব্যাঘ্রেরা পৃথিবীতে আর কুম্ভীরেরা জলেতে ভোজন করে তেমনি সর্ব্বত্রই লোক ধনবান। অপর রাজাহইতে এবং জল হইতে এবং অগ্নিহইতে এবং চৌরহইতে এবং খলহইতেও ধনিরদের সর্ব্বদা ভয় যেমন যমহইতে প্রাণিরদের সর্ব্বদা ভয় এবং দুঃখসমূহ সংসারে, ইহার পর, দুঃখ কি যাহাতে ইচ্ছানুরূপ সম্পত্তি হয় না আর যাহাতে ইচ্ছাও নিবৃত্তি হয় না। হে ভ্রাতঃ আর শুন ধন অতিদুর্লভ ধন পাইলে কষ্টেতে রক্ষা হয় আর প্রাপ্তধনের নাশ মৃত্যুতুল্য সে হেতুক ধন চিন্তা করিবে না ধন বিষয়ে তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিলে কে দরিদ্র কে ধনী যদি তৃ

ক্ষার স্থান দেয় তবে দাস্য মাথার উপর থাকে। অপর বিষয়কে যত বাঞ্ছা করে ততই বাঞ্ছা প্রবৃত্ত হয় বিষয়প্রাপ্ত হইলেই তাহাহইতে বাঞ্ছানিবৃত্তি আর আমার অনেক পক্ষপাতে কি প্রয়োজন আমারি সহিত এখানে কাল যাপন কর যেহেতুক উত্তম লোকেরদিগের প্রীতি মরণ পর্য্যন্ত থাকে আর ক্রোধ অত্যল্প কালে নষ্ট হয় আর পরিত্যাগ সঙ্গরহিত হয়। ইহা শুনিয়া লঘুপতনক কহিতেছে মন্থর তুমি ধন্য তুমি প্রশংসিতগুণবিশিষ্ট যেহেতুক উত্তম লোকেরদের উত্তম লোকই বিপত্তারণযোগ্য ইহাতে দৃষ্টান্ত পঙ্কপতিত হস্তির হস্তীই উদ্ধারকর্ত্তা। পৃথিবীতে মনুষ্যেরদের মধ্যে কেবল সেই প্রতিষ্ঠিত সেই মহৎ সেই সৎপুরুষ সে ধন্য যাহার নিকটে যাচকেরা এবং শরণাপন্ন লোকেরা নিরাশ হইয়া বিমুখ হইয়া না যায়।

অনন্তর তাহারা এই প্রকারে আপনং ইচ্ছাতে আহার বিহার করত সন্তুষ্ট হইয়া সুখেতে বাস করে পরে এক দিবস চিত্রাঙ্গনামা মৃগ কোন ব্যক্তিকর্তৃক ভীত হইয়া সেখানে আসিয়া মিলিল পরে আগত মৃগকে দেখিয়া ভয় সম্ভাবনা করিয়া মন্থর জলে প্রবিষ্ট হইল আর উন্দুর গর্ত্তমধ্যে গেল আর কাকও উড়িয়া বৃক্ষে আরোহণ করিল তাহার পর লঘুপতনক অতিদূর পর্য্যন্ত দেখিয়া ভয়ের কারণ কিছুই আইসে না ইহা আলোচনা করিল পশ্চাৎ কাকের বাক্যেতে সকলে পুনর্ব্বার আসিয়া সেই স্থানে মিলিয়া বসিল মন্থর কহিল হে মৃগ সুখেতে আইলা ইহা জিজ্ঞাসিয়া কহিল আপন ইচ্ছাতে জলতৃণাদি আহার করহ এ স্থানে অবস্থান করিয়া এই বনকে সম্বামিক করহ চিত্রাঙ্গ বলিতেছে আমি ব্যাধকর্তৃক ত্রাসিত হইয়াছি আপনকারদের শরণাগত হইলাম আপনকারদিগের

সহিত সখ্য ইচ্ছা করিতেছি। হিরণ্যক বলিল হে মিত্র তুমি আমারদিগের সহিত অনেক কষ্টেতে মিলিয়াছ যেহেতুক মিত্র চারি প্রকার হয় তাহা কহিয়াছেন ঔরস অর্থাৎ পুত্রাদি আর কৃতসম্বন্ধ অর্থাৎ যাহার সহিত মিত্রতা করা যায় আর পুরুষানুক্রমে মিত্র আর ব্যসনহইতে রক্ষিত এইহেতুক আপনি এখানে আপন গৃহের ন্যায় থাকুন তাহা শুনিয়া হরিণ আহ্লাদিত হইয়া আপন ইচ্ছাতে আহার করিয়া জল পান করিয়া জল সন্নিধিতে বৃক্ষছায়াতে বসিল অনন্তর মন্থর কহিল হে মিত্র মৃগ এই নির্জন বনে কাহাকর্ত্তৃক তুমি ভীত হইয়াছ এ বনে কখন কি ব্যাধ আইসে। মৃগ কহিল।

কলিঙ্গদেশে রুক্মাঙ্গদ নামে ভূপাল আছেন তিনি দিগ্বিজয় করিতে আসিয়া চন্দ্রভাগা নদীর তীরে কটক সংগ্রহ করিয়া বাস করিতেছেন প্রাতঃকালে তিনি আসিয়া কর্পূর সরোবর নিকটে থাকিবেন ইহা ব্যাধের মুখেতে কিম্বদন্তী শুনিতেছি সেই হেতুক এখানেতেও ভয়ের কারণ ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা কর। ইহা শুনিয়া কচ্ছপ ভীত হইয়া কহিল অন্য পুষ্করিণীতে যাই কাক এবং হরিণ কহিল এই হউক পরে হিরণ্যক হাসিয়া বলিল অন্য হ্রদে গেলে মন্থরের মঙ্গল কিন্তু স্থলে যাইবার কি উপায় যেহেতুক জল জন্তুর জল বড় বল দুর্গবাসির দুর্গ বড় বল ব্যাঘ্রাদির স্বস্থান বড় বল রাজার মন্ত্রী বড় বল সখা লঘুপতনক এই পরামর্শেতে সেই প্রকার হইবে যেমন বণিকপুত্র আপন স্ত্রীর কুচকোরক রাজপুত্রকর্ত্তৃক মর্দ্দিত আপনি দেখিয়া দুঃখী হইল তেমনি তুমি হইবা। তাহারা বলিল এ কি প্রকার। হিরণ্যক কহিতেছে।

কান্যকুব্জ দেশে বীরপুর নাম নগরে বীরসেন নামা এক রাজা থাকেন তিনি তুরঙ্গবল নামে রাজপুত্রকে সর্ব্বাধ্যক্ষ করিলেন সে রাজপুত্র মহাধনী ও যুবা। এক দিবস আপন শহর ভ্রমণ করত অত্যন্ত যুবতী লাবণ্যবতী নামে বণিকপুত্রবধূকে দেখিলেন। অনন্তর আপন অট্টালিকাতে গিয়া কামাকুলচিত্ত হইয়া তাহার নিমিত্তে দূতী পাঠাইলেন। যেহেতুক তাবৎপর্য্যন্ত সৎপথে থাকে আর তাবৎপর্য্যন্ত পুরুষ ইন্দ্রিয়েরদের প্রভু হন আর তাবৎপর্য্যন্ত লজ্জা থাকে আর তাবৎপর্য্যন্ত বিনয় আলম্বন করে যাবৎপর্য্যন্ত সুন্দরী নারীরদিগের দৃষ্টিরূপ অব্যর্থ বাণ পুরুষের হৃদয়ে না পড়ে অন্যং বাণ কদাচিৎ ব্যর্থও হয় এ বাণ কখন ব্যর্থ হয় না আর অন্যং বাণ বংশনির্ম্মিত ধনুতে আকৃষ্ট হইয়া ক্ষিপ্ত হয় এ শর ভ্রূরূপ ধনুতে আকৃষ্ট হইয়া ক্ষিপ্ত হয় আর অন্যং তীর কর্ণপর্য্যন্ত গিয়া মুক্ত হয় এ তীরও কর্ণপর্য্যন্ত গিয়া মুক্ত হয় আর অন্যং শরের নানাবর্ণ পাখা থাকে এ শরের চক্ষুর পাতাই নীলবর্ণ পাখা। এবং সে লাবণ্যবতীও তাহার দর্শন ক্ষণ অবধি কামশরের প্রহারে জর্জরিতান্তঃকরণ হইয়া তদেকচিত্তা হইল। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন নারীরদিগের অপ্রিয় কেহ নাই প্রিয়ও কেহ নাই যেমন গরু কাননেতে নূতনং ঘাস সর্ব্বদা অভিলাষ করে এইরূপ স্ত্রীলোক নূতনং পুরুষ সর্ব্বদা বাঞ্ছা করে। অনন্তর লাবণ্যবতী দূতীর বাক্য শুনিয়া কহিল আমি পতিব্রতা কি প্রকারে এই ভর্ত্তার ত্যাগরূপ পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তা হইব। যেহেতুক যে স্ত্রী গৃহব্যাপারে নিপুণা সেই পত্নী যে স্ত্রী পুত্রবতী সেই পত্নী যে স্ত্রী পতির প্রিয়া সেই পত্নী যে স্ত্রী

সাধ্বী সেই পত্নী যাহাকে স্বামী তুষ্ট না হয় তাহাকে ভার্য্যাই বলি না স্বামী যাহাকে তুষ্ট হয় তাহার সকল দেবতাই সন্তুষ্ট ভর্ত্তা যে স্ত্রীর স্বভাব ও ধর্ম্মের প্রশংসা করে সেই উত্তমা যেহেতুক অগ্নি নিকটে প্রাপ্তমর্য্যাদ ভর্ত্তাই স্ত্রীরক্ষক এইহেতুক আমার প্রাণনাথ যাহাং আজ্ঞা করেন তাহাই বিবেচনা না করিয়া করি। দূতী কহিল এ কথা অতিসত্য লাবণ্যবতী কহিল এ বাক্য নিশ্চয় সত্য। অনন্তর দূতী যাইয়া সেইং সকল তুরঙ্গবলের সম্মুখে নিবেদন করিল তাহা শুনিয়া তুরঙ্গবল বলিল ভর্ত্তা আনিয়া সমর্পণ করিবে ইহা কি রূপে হইবে। কুটনী কহিল উপায় করুন তাহা বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যেহেতুক উপায়েতে যাহা করিতে শক্ত হয় তাহা বলেতে করিতে সমর্থ হয় না। কেননা কর্দ্দম পথে গমন করত শৃগালকর্ত্তৃক হস্তী নষ্ট হইল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসিল এ কি প্রকার। কুটনী কহিতেছে।

ব্রহ্মারণ্যেতে কর্পূরতিলক নামে এক হাতী থাকে তাহাকে দেখিয়া সকল শৃগালেরা চিন্তা করিল যদি এ কোন উপায়েতে মরে তবে ইহার শরীরে আমারদের চারি মাসের ভোজন হয় তাহাতে এক বৃদ্ধ জম্বুক প্রতিজ্ঞা করিল যে আমি বুদ্ধিপ্রভাবেতে ইহার মরণ সাধিব। পরে সে বঞ্চক কর্পূরতিলকের নিকটে গিয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিল হে মহারাজ দৃষ্টি প্রসাদ করুন হস্তী বলিতেছে কে তুমি কোথাহইতে আইলা সে কহিল আমি শৃগাল সমস্ত বনবাসী পশুরা মিলিয়া আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন যে রাজা ব্যতিরেকে বাস করা অনুপযুক্ত এইহেতুক বন রাজ্যেতে অভিষেক করিবার নিমিত্তে সকল রাজলক্ষণেতে যুক্ত আপনাকে নিরূপণ করিয়াছে। যেহেতুক কুলাচারাদিতে অতি

পবিত্র এবং বলবান এবং ধর্ম্মিষ্ঠ এবং জ্ঞানী সে ব্যক্তি পৃথিবীতে রাজার উপযুক্ত। আর দেখ প্রথম রাজাকে আশ্রয় করিবেক পশ্চাৎ ভার্য্যাকে লভিবেক অনন্তর ধনার্জন করিবেক কেননা এই পৃথিবীতে রাজা না থাকিলে কোথা ভার্য্যা কোথা ধন। অপর মেঘ যেমন বৃষ্টিদ্বারা সকল প্রাণির জীবনোপায় এমনি রাজা সকল জীবের আশ্রয় মেঘ না থাকিলেও জীব সকল বাঁচে রাজা না থাকিলে বাঁচে না। অপর রাজদণ্ডেতেই লোক প্রায় আপনং উপযুক্ত কর্ম্ম করে কেননা এই পরাধীন সংসারে সচ্চরিত্র লোক দুর্লভ। ভর্ত্তা যদি কৃশও হন কিম্বা অঙ্গহীনও হন কিম্বা রুগ্নও হন কিম্বা নির্ধনও হন তথাপি দণ্ডভয়েতে কুলস্ত্রী তাহাতে উপগতা হন এইহেতুক যে প্রকারে লগ্নসময় না যায় সে প্রকার করিয়া মহারাজ শীঘ্র আসুন ইহা কহিয়া উঠিয়া চলিল। তৎপর রাজ্যলোভেতে লুব্ধ হইয়া এই কর্পূরতিলক নামে গজ শৃগালের পথে ধাইতে বৃহৎপঙ্কে পতিত হইল অনন্তর হস্তী কহিল হে বন্ধু শৃগাল এখন কি কর্ত্তব্য আমি পাঁকে পড়িয়া মরি ফিরিয়া দেখ শৃগাল হাস্য করিয়া কহিল হে মহারাজ আমার লাঙ্গূল আলম্বন করিয়া উঠ যেহেতুক আমার তুল্য লোকের কথাতে বিশ্বাস করিয়াছ সেইহেতুক অরক্ষিত দুঃখ অনুভব কর। পণ্ডিতকর্ত্তৃক তাহা উক্ত হইয়াছে যদি সাধু লোকেরদের সঙ্গেতে আসক্ত হইবাং তবে সজ্জন সমূহে পড়িবাং। অনন্তর মহাপঙ্কে পতিত হস্তী জম্বুককর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি উপায়েতে যে করা যায় তাহা পরাক্রমে করা যায় না।

তাহার পর কুট্টনীর উপদেশেতে সে রাজপুত্র চারুদত্ত নামা

বণিক্‌পুত্রকে ভৃত্য করিল অনন্তর রাজপুত্র তাহাকে সকল বি
শ্বাস কার্য্যেতে নিযুক্ত করিলেন। এক দিবস সেই রাজপুত্র স্বর্ণ
ও রত্নেতে নির্ম্মিত অভরণ ধারণ করিয়া স্নান করিতে উপস্থিত
হইয়া কহিলেন আজি অবধি এক মাসপর্য্যন্ত আমি গৌরীব্রত
করিব সেইহেতুক প্রতিরাত্রিতে এক কুলীনা যুবতী স্ত্রীকে আনি
য়া দেও সে স্ত্রীর আমি যথোপযুক্ত বিধানে পূজা করিব। তা
হার পর সে চারুদত্ত সেই প্রকার এক নবযুবতীকে আনিয়া সম
র্পণ করে পশ্চাৎ লুক্কায়িত হইয়া ইনি কি করেন ইহা নিরূ
পণ করে সে তুরঙ্গবল সে যুবতীকে স্পর্শ না করিয়া দূরহইতে
বস্ত্র ও অলঙ্কার ও গন্ধদ্রব্য ও চন্দনকরণক পূজা করিয়া রক্ষক
কে দিয়া পাঠাইয়া দেন। অনন্তর বণিকপুত্র তাহা দেখিয়া
বিশ্বাস করিয়া ধনলোভেতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া আপন জায়া
লীলাবতীকে আনিয়া সমর্পণ করিল। সেই তুরঙ্গবল অন্তঃক
রুণের প্রিয়া সে লাবণ্যবতীকে জানিয়া শীঘ্র উঠিয়া নির্ভর আ
লিঙ্গন করিয়া প্রফুল্ললোচন হইয়া তাহার সহিত পালঙ্কেতে
বিলাস করিল তাহা দেখিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যেতে অবিবেচক বণি
কপুত্র চিত্রলিখিত পুত্তলিকার প্রায় স্থির হইয়া অতিবড় বিষণ্ণ
হইলেন অতএব আমি বলি বণিকপুত্র আপন বধূর কুচ রাজ
পুত্রকর্ত্তৃক মর্দ্দিত দেখিয়া দুঃখী হইল তেমনি তুমি হইবা। মন্থর
সে হিতবাক্য অবজ্ঞা করিয়া বড় ভয়েতে মুগ্ধ হইয়া সে জলা
শয় ত্যাগ করিয়া চলিল সে হিরণ্যক ও লঘুপতনক ও চিত্রাঙ্গ
স্নেহপ্রযুক্ত অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া মন্থরের পশ্চাৎ গেল তাহার
পর স্থলে যাইতেছিল যে মন্থর সে অরণ্যেতে ভ্রমণ করত কোন
ব্যাধকর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইল তাহাকে পাইয়া ধরিয়া উঠাইয়া ধনু

তে বান্ধিয়া ভ্রমণ করত শ্রমপ্রযুক্ত ক্ষুধা ও পিপাসাতে ব্যাকুল হইয়া আপন গৃহের আভিমুখ্যে চলিল। অনন্তর মৃগ ও কাক ও উন্দুরু বড় বিষণ্ণ হইয়া পশ্চাৎ গেল। তৎপর হিরণ্যক বিলাপ করিতে লাগিল সমুদ্রের পারে যাওয়া যেমন অসাধ্য এমনি এক দুঃখের শেষ না পাইতে আমার দ্বিতীয় দুঃখ উপস্থিত হয় কেননা ছিদ্র উপস্থিত হইলে অমঙ্গল অনেক হয় স্বাভাবিক যে মিত্র সে ভাগ্যেতেই মিলে যেহেতুক সে অকৃত্রিম মিত্রতা বিপৎ কালেতেও যায় না স্বাভাবিক মিত্রেতে লোকের যত প্রত্যয় হয় তত প্রত্যয় মাতাতে হয় না এবং স্ত্রীতে হয় না এবং সহোদরে হয় না এবং আপনাতেও হয় না। ইহা বারম্বার চিন্তা করিয়া কহিল দুর্দ্দৈব কি আশ্চর্য্য যেহেতুক স্বকীয় কর্ম্মবশপ্রযুক্ত কালান্তরেতে হয় যে ভদ্রাভদ্র জন্মান্তরে তাহার ন্যায় স্বকর্ম্মের বশপ্রযুক্ত অবস্থান্তর ইহ লোকেতেই মৎকর্তৃক দৃষ্ট হইল শরীর আসক্ত মৃত্যু অর্থাৎ শরীর গ্রহণ করিলে অবশ্য মৃত্যু হয় আর সম্পত্তিই বিপত্তির স্থান অর্থাৎ সম্পদ্ হইলে অবশ্য বিপত্তি হয় আর ধনাদির সমাগমই অপগম অর্থাৎ ধন সঞ্চিত হইলেই অবশ্য নষ্ট হয় এই প্রকারে যাবৎ জন্য বস্তু সকল নশ্বর। পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া বলিল শোক ও শত্রুভয় হইতে রক্ষাকর্ত্তা এবং প্রীতির বিশ্বাসপাত্র রত্নস্বরূপ মিত্র এই অক্ষর দুটি কাহাকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। অপর যে মিত্র চক্ষুর্দ্বয়ের প্রীতিরূপ রসের স্থান ও চিত্তের আনন্দজনক ও সুখ দুঃখের পাত্র সে মিত্র দুর্লভ অন্য যে ধনাকাঙ্ক্ষী মিত্র সে সম্পত্তিকালে সর্ব্বত্রই মিলে তাহারদিগের যথার্থ বুঝিবার নিমিত্তে বিপত্তিই কষ্টিপাথর স্বরূপ। এপ্রকারে অনেক রোদন করিয়া হিরণ্যক চিত্রাঙ্গ ও লঘুপ

তনককে বলিল যাবৎপর্য্যন্ত এই ব্যাধ বনহইতে নির্গত না হয় সে পর্য্যন্ত মন্থরকে ছাড়াইতে যত্ন কর তাহারা দুই জন বলিল শীঘ্র পরামর্শ কহ। হিরণ্যক বলিতেছে চিত্রাঙ্গ জল সন্নিধিতে গিয়া আপনাকে মৃতের ন্যায় দেখাউন বায়স তাহার উপরে থাকিয়া ঠোটে করিয়া আঁচড়াউক তবে নিশ্চয় এই ব্যাধ সে স্থানে কচ্ছপকে রাখিয়া মৃগ মাংসের নিমিত্তে ত্বরাতে যাইবে তাহার পর আমি মন্থরের বন্ধন ছেদন করিব ব্যাধ নিকটে আইলে তোমরা দু জনে পলাইবা। অনন্তর চিত্রাঙ্গ ও লঘুপতনক ত্বরাতে গিয়া সেইরূপ করিলে পর সেই লুব্ধক শ্রান্ত হইয়া জল পান করিয়া বৃক্ষের মূলে বসিয়া সেইরূপ মৃগকে দেখিল। অনন্তর কাতান লইয়া প্রফুল্লচিত্ত হইয়া মৃগের নিকটে চলিল ইতোমধ্যে হিরণ্যক আসিয়া মন্থরের বন্ধন ছেদন করিল সে কচ্ছপ শীঘ্র জলাশয়ে প্রবেশ করিল ঐ হরিণ সেই ব্যাধকে নিকটে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া পলাইল। লুব্ধক ফিরিয়া যখন গাছের তলাতে আইল তখন কূর্ম্মকে না দেখিয়া ভাবনা করিল। ভদ্রাভদ্র বিবেচনা না করিয়া কর্ম্ম করি যে আমি সে আমার এ উপযুক্তই বটে যেহেতুক যে লোক নিশ্চিত বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত বিষয় চেষ্টা করে তাহার নিশ্চিত বিষয় নষ্ট হয় অনিশ্চিত বিষয়ও নষ্ট হইয়াছে অনন্তর ঐ ব্যাধ বাস স্থানে গেল। অতএব দুর্গম বনকেও মিত্র করিবেক দেখ ব্যাধকর্ত্তৃক বদ্ধ কূর্ম্মশ্রেষ্ঠ মূষিককর্ত্তৃক মোচিত হইল। মন্থরপ্রভৃতি সকলে বিপদুত্তীর্ণ হইয়া আপন স্থানে যাইয়া সুখেতে থাকিল।

পরে রাজকুমারেরা আহ্লাদ চিত্তেতে সে সমস্ত শুনিলেন তাঁহারা সকলে সুখী হইলেন সেইহেতুক আমারদের অভিলষিত

সম্পূর্ণ হইল। বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন এই প্রসঙ্গেতে তোমারদের বাঞ্ছিত সিদ্ধি হইল অন্যও এই হউক। হে সাধু লোকেরা তোমরা মিত্রকে পাও আর জন সকলেরা সম্পত্তিকে পাউক আর রাজা সকল অনবরত স্বকীয় ধর্ম্মে থাকিয়া পৃথিবীকে প্রতিপালন করুন আর নবোঢ়া নায়িকা যেমন পুরুষের মনের সন্তোষের নিমিত্তে হয় এমনি নীতিবিদ্যা সৎপুরুষের চিত্তের পরিতোষের নিমিত্তে হউক। আর ভগবান শিব লোক সকলের মঙ্গল করুন।

ইতি মিত্রলাভ কথা সমাপ্ত।

অথ সুহৃদ্ভেদ।

অনন্তর রাজনন্দনেরা বলিলেন হে গুরো আমরা মিত্রলাভ শুনিলাম সম্প্রতি সুহৃদ্ভেদ শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন তোমরা সুহৃদ্ভেদ শুন যাহার প্রথম শ্লোকের অর্থ এই অরণ্যেতে লোভী অথচ খল শৃগালকর্ত্তৃক সিংহ ও বলীবর্দ্দের বর্দ্ধনশীল অতিশয় প্রেম নাশিত হইল। রাজকুমারেরা কহিলেন এ কি প্রকার বিষ্ণুশর্ম্মা বলিতেছেন।

দক্ষিণা পথে সুবর্ণবতী এক নগরী থাকে তাহাতে বর্দ্ধমান নামে এক বণিক বাস করে তাহার অনেক বিভব থাকিতেও অন্যং বান্ধবেরদিগকে ঐশ্বর্য্যবান্ দেখিয়া পুনর্ব্বার ধন বাড়ান কর্ত্তব্য এই বুদ্ধি হইল যেহেতুক আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র লোককে দেখত কাহার মহত্ত্ব না বাড়ে আর আপন অপেক্ষা বড় লোককে দেখত সকল লোকেই দরিদ্র হয়। অপর যাহার অনেক ধন থাকে সে লোক ব্রহ্মঘ্ন হইলেও পূজনীয় হয় চন্দ্রের তুল্য বংশ হইলেও দরিদ্র লোক অপমানিত হয়। অপর যুবতী স্ত্রী যেমন বৃদ্ধ পতিকে গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করে না এমনি অব্যবসায়ী ও অলস ও দৈবপর ও সাহসরহিত পুরুষকে সম্পত্তি সংগ্রহ করিতে অভিলাষ করে না। আর আলস্য ও স্ত্রীসেবা ও রুগ্নতা ও জন্মস্থানের স্নেহ ও পরিতোষ ও অতিশয় ভয় এই ছয় মহত্ত্বের প্রতিবন্ধক।

যেহেতুক যে মনুষ্য অত্যল্প সম্পত্তিতে আপনাকে স্বচ্ছ করিয়া মানে ইহাতে আমি এই বুঝি যে বিধাতা আপনাকে কৃতকৃত্য জানিয়া তাহার সম্পত্তি আর বাড়ান্ না। অপর উৎসাহরহিত ও আনন্দরহিত ও পরাক্রমরহিত ও শত্রুপক্ষের আহ্লাদজনক এ তাদৃশ পুত্রকে কোনহ নারী না জন্মাউক। বিজ্ঞকর্ত্তৃক তাহা কথিত আছে অপ্রাপ্ত যে ধন তাহা পাইবার চেষ্টা করিবেক প্রাপ্ত যে ধন তাহা চোরাদিহইতে রক্ষা করিবেক রক্ষিত যে ধন তাহাকে নানা প্রকারে বাড়াইবেক বর্দ্ধিত যে ধন তাহা সৎকর্ম্মেতে ব্যয় করিবেক। ধনসম্বন্ধে অপ্রাপ্ত ধন পাইবার নিমিত্তে চেষ্টা করে যে লোক তাহার ধনের প্রাপ্তি হয় লব্ধ নিধিরও রক্ষা না করিলে আপনি তাহার নাশ হয়। আর মসী যেমন অত্যল্প ব্যয় হইলে কালেতে ক্ষয় পায় এইরূপ অবর্দ্ধিত অর্থ অত্যল্প ব্যয় হইলেও কালেতে নাশ পায়। যে অর্থ ভুজ্যমান না হয় সে নিষ্প্রয়োজনই তাহা কথিত আছে যে না দেয় ও না খায় তাহার ধনে কি প্রয়োজন যে বৈরিকে দমন না করে তাহার পরাক্রমে কি প্রয়োজন যে পুণ্যানুষ্ঠান না করে তাহার অধ্যয়নে কি প্রয়োজন যে জিতেন্দ্রিয় না হয় তাহার শরীরে কি প্রয়োজন॥ যেহেতুক জল বিন্দু পতনেতে যেমন ক্রমেতে ঘট পরিপূর্ণ হয় এইরূপ সকল বিদ্যা ও ধর্ম্ম ও ধনের ক্রমেতে বৃদ্ধি হয়। দান ও ভোগ ব্যতিরেক যাহার দিবস সকল যায় সে কামারের ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস থাকিতেও জীবিত নয়। এই চিন্তা করিয়া নন্দক সঞ্জীবক নাম দুই বলীবর্দ্দকে শকটে যোজনা করিয়া নানা প্রকার দ্রব্যেতে শকট পরিপূর্ণ করিয়া বানিজ্য করিতে কাশ্মীরদেশে গেল। অপর ক